খণ্ড ৭, সংখ্যা ০৬

সেপ্টেম্বর ১৬-৩০, ২০২৬

বিনামূল্যে বিতরণের জন্য

নিউ ইন্ডিয়া সমাচার

ইউপিআই-এর ১০ বছর পূর্তি

নতুন ভারত

বিশ্বের 'পেমেন্ট গেটওয়ে' হিসেবে আত্মপ্রকাশ

মাত্র এক দশকে, ইউপিআই আর্থিক লেনদেনের সংস্কার করেছে। ভারতে উদ্ভাবিত এই ব্যবস্থা সারা বিশ্বকে ডিজিট্যাল লেনদেনে নতুন পথ দেখিয়েছে। এই প্রযুক্তি দৈনন্দিন জীবনযাত্রার প্রতিটি ক্ষেত্রের সঙ্গে আন্তর্জাতিক বাজার পর্যন্ত প্রসারিত। এই প্রযুক্তি আর্থিক আত্মবিশ্বাসের এক নতুন প্রতীক হয়ে উঠেছে।

উন্নত ভারতের জন্য মাদকমুক্ত যুব সমাজ

প্রতি মাসের শেষ রবিবার ‘মন কি বাত’ সম্প্রচারিত হয়। এই অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী নতুন নতুন বিভিন্ন উদ্যোগের কথা তুলে ধরেন এবং উদ্ভাবিত নানা প্রয়াসের কথাও নাগরিকদের সামনে তুলে ধরেন। এ ধরনের বেশ কিছু উদ্ভাবন আসলে মানুষের নিরন্তর অধ্যসায়ের ফসল। এই অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী বিভিন্ন ক্ষেত্রে জন-আন্দোলন গড়ে তোলার ডাক দিয়ে থাকেন। ১৩৭তম পর্বে তিনি নেশামুক্ত ভারত গড়ে তোলার জন্য জনসাধারণের উদ্দেশে আহ্বান জানান। এছাড়াও অনুষ্ঠানে অন্যান্য কয়েকটি বিষয়ও স্থান পেয়েছে। এখানে সম্পাদিত কিছু অংশ ...

- **অনন্য কিছু ধারণা :** www.bharatrajya.com ওয়েবসাইটের মাধ্যমে একজন সহজেই নির্দিষ্ট কোনও সময়ে ভারত কোন শাসকের অধীনে ছিল সেটি জানতে পারবেন। এই প্রয়াসের সুফল শুধু ইতিহাসের ছাত্রছাত্রীরাই নন, যাঁরা তাঁদের অতীত সম্পর্কে খোঁজখবর নেন, তাঁদেরও উপকারে আসবে।

- **নেশা-মুক্ত ভারত :** “নেশা মুক্ত যুবসম্প্রদায় বিকশিত ভারতের জন্য” এই অভিযান এই সময়ে সমগ্র দেশে অত্যন্ত দ্রুতগতিতে এগিয়ে চলেছে। এর উদ্দেশ্য খুবই স্পষ্ট, “নেশা মুক্ত যুব সমজ ড্রাগ ফ্রী ইন্ডিয়া।” অনেক মানুষ, বিপুল সংখ্যায়, বিশেষ করে আমাদের যুব বন্ধুরা এর অংশ হচ্ছেন।

- **সচেতনতা গড়ে তোলা জরুরি, আপনিও শামিল হোন:** নেশার প্রতি দুর্নিবার আসক্তি একজন মানুষকেই শুধু গ্রাস করে না এর কুফল তার সমগ্র পরিবার ও সমাজকে ভুগতে হয়। ভারতের যুব সম্প্রদায়কে নেশার থেকে দূরে রাখতে প্রত্যেকের এই মহতী কর্মসূচিতে অংশ নেওয়া উচিত। সামাজিক মাধ্যমে আপনার উদ্যোগের কথা জানান #NashaMuktYuva

- **স্বনিধি প্রকল্প :** পিএম স্বনিধি প্রকল্পে সুবিধাপ্রাপকদের মধ্যে ৪৬% মহিলা। দেশের বিভিন্ন প্রান্তে এই প্রকল্পকে কাজে লাগিয়ে প্রায় ৩৫ লক্ষ মহিলা তাঁদের ব্যবসার প্রসার ঘটাচ্ছেন।

- **পরিচ্ছন্নতা ও জন-অংশীদারিত্ব :** পরিচ্ছন্নতা এবং জন-অংশীদারিত্বের এক অনুপ্রেরণাদায়ক ছবি এ বছরের শ্রী অমরনাথজি যাত্রায় চোখে পড়েছে। হাজার হাজার সাফাইকর্মী খাড়া পাহাড়ে দিন-রাত এক করে কাজ করেছেন। এ বছরের যাত্রার সময়কালে প্রায় ৪০০ মেট্রিক টন জঞ্জাল সংগ্রহ করা হয়েছে।

- **মিশন শক্তিস্যাট :** আজ আমাদের মেয়েদের পৃথিবী থেকে মহাকাশে উড়ে যাওয়ার স্বপ্ন বাস্তবায়িত হচ্ছে। মিশন শক্তিস্যাট-এর মাধ্যমে ১০৮টি দেশের ১২,০০০ ছাত্রী কৃত্রিম উপগ্রহ সংক্রান্ত প্রযুক্তি সম্পর্কে জানতে পারছেন এবং উদ্ভাবন জগতে আরও এগিয়ে চলেছেন।

- **অ্যাভোক্যাডো ফল:** অ্যাভোক্যাডো ফলটি নিয়ে এই মুহূর্তে যথেষ্ট আলোচনা হচ্ছে। অতীতে এই ফলটি বিশেষ পরিচিত ছিল না, এর চাহিদা ছিল কম। কিন্তু বর্তমানে সুস্বাস্থ্যের জন্য এর চাহিদা প্রচুর বৃদ্ধি পেয়েছে। তাই, আমাদের কৃষক ভাই ও বোনেদের জন্য এই ফলের চাষ খুবই অর্থকরী।

- **কিংবদন্তী নায়ক উত্তম কুমার :** কিংবদন্তী নায়ক উত্তম কুমারের জন্ম শতবার্ষিকী ৩ সেপ্টেম্বর। তাঁর অভিনয়ের মাধ্যমে তিনি মানুষের মন জয় করেছেন। সকলের হৃদয়স্পন্দনে তিনি সবসময়েই থাকবেন। স্বাভাবিকভাবে অভিনয় করার ক্ষমতা যেমন তাঁর ছিল, পাশাপাশি তিনি পরোপকারী স্বভাবের জন্যও পরিচিত ছিলেন। তাঁর জীবন থেকে কখনও হার না মানার একটি আরও বড় শিক্ষা পাওয়া যায়।

- **ভোকাল ফর লোকাল :** এই উৎসবের মরশুমে আমি আরও একবার আপনাদের ‘ভোকাল ফর লোকাল’ ভাবনায় এগিয়ে চলার আহ্বান জানাব। ভোকাল ফর লোকাল-এর অর্থ শুধু মাটির প্রদীপ কেনাই নয়, দৃষ্টিভঙ্গী আরও ব্যাপক।

- **আত্মনির্ভর ভারত :** আমরা যখনই বাড়ির কিছু কিনব, তখন সেটি ভারতে তৈরি কিনা, সেই বিষয়টিও নিশ্চিত করব। ভারতের আত্মনির্ভর হয়ে ওঠার পথ, ভারতে তৈরি জিনিসের উপর গর্ব অনুভব করার মাধ্যমেই প্রশস্ত হবে।

মন কি বাত’ শুনতে কিউআর কোডটি স্ক্যান করুন

নিউ ইন্ডিয়া সমাচার

খণ্ড ৭, সংখ্যা ০৬ | সেপ্টেম্বর ১৬-৩০, ২০২৬

প্রধান সম্পাদক
ধীরেন্দ্র ওঝা
প্রধান মহানির্দেশক,
প্রেস ইনফরমেশন ব্যুরো,
নতুন দিল্লি

মুখ্য উপদেষ্টা সম্পাদক
সন্তোষ কুমার

বরিষ্ঠ সহকারী উপদেষ্টা সম্পাদক
পবন কুমার

সহকারী উপদেষ্টা সম্পাদক
অখিলেশ কুমার
চন্দন কুমার চৌধারি

ভাষা সম্পাদক
সুমিত কুমার (ইংরেজি)
রজনীশ মিশ্র (ইংরেজি)
নাদিম আহমেদ (উর্দু)

সিনিয়র ডিজাইনার
ফুলচাঁদ তিওয়ারি

ডিজাইনার
অভয় গুপ্ত
সত্যম সিং

১৩টি ভাষায় নিউ ইন্ডিয়া সমাচার পড়তে গেলে ক্লিক করুন

https://newindiasamachar.pib.gov.in/news.aspx

নিউ ইন্ডিয়া সমাচারের পুরনো সংস্করণগুলি পড়তে ক্লিক করুন

https://newindiasamachar.pib.gov.in.archive.aspx

'নিউ ইন্ডিয়া সমাচার'-এর নিয়মিত আপডেট পেতে অনুসরণ করুন
@NISPIBIndia

ভিতরের পৃষ্ঠায়

লাইনে দাঁড়ানো থেকে কিউআর কোড ব্যবহার

নতুন ভারতের ইউপিআই-এর মাধ্যমে আর্থিক লেনদেনের বিপ্লব

প্রচ্ছদ কাহিনী
ইউপিআই-এর ১০

মানিব্যাগ থেকে টাকা বেরিয়ে আসছে, ক্যাশ কাউন্টারে পয়সা গোনা হচ্ছে অথবা এটিএম-এর সামনে লাইন – এগুলি সবই এখন ভারতের কাছে অতীত। কিউআর কোড, স্ক্যান করা আর মাত্র কয়েক সেকেন্ড – আজকের দিনে দেশের আর্থিক লেনদেনের এটিই নতুন ভাষা। ১০ বছর আগে আগস্ট মাসে নতুন একটি ডিজিটাল পদ্ধতিতে আর্থিক লেনদেনের ব্যবস্থার সূচনা হয় – যা আজ বিশ্বের বৃহত্তম রিয়েল টাইম পেমেন্ট সিস্টেম হিসেবে পরিচিতি লাভ করেছে। এটি ভারতের নতুন পরিচয় হয়ে উঠেছে। এই সংস্কারের ফলে রাস্তার হকার থেকে বড় বড় ব্যবসায়ী – প্রত্যেকের জীবনযাত্রা আরও সহজ হয়েছে, তিনি দেশের মধ্যেই থাকুন বা বিদেশে ··· |৮-২০

মহাকাশ সংক্রান্ত স্টার্ট-আপগুলির সিইও-দের সঙ্গে প্রধানমন্ত্রীর মত বিনিময়

মহাকাশে ভারতের যুবশক্তি

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ২০টি মহাকাশ স্টার্ট-আপের প্রধানদের সঙ্গে 'সেবা তীর্থ'-এ মিলিত হলেন |২৮-২৯

সংবাদ সংক্ষেপ |4-5

গুণমান এবং গতি একইসঙ্গে
প্রধানমন্ত্রী 'প্রগতি'র ৫৩তম বৈঠকে পৌরোহিত্য করেছেন |৬-৭

চারটি মহাসড়ক ও একাধিক রেললাইন বসানোর প্রকল্পে অনুমোদন
কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার সিদ্ধান্ত |২১

আয়ুষ্মান ভারতের মাধ্যমে নতুন ভারতের ক্ষমতায়ন
এ পর্যন্ত ৪৭ কোটির বেশি আয়ুষ্মান কার্ড বিতরণ করা হয়েছে |২২-২৩

ভারতের নাগরিকদের পুষ্টির বিষয়টি নিশ্চিত করা, সুস্বাস্থ্যের অধিকারী হওয়া
নবম রাষ্ট্রীয় পুষ্টি মাসের মূল ভাবা 'হামারি অঙ্গনওয়াড়ি, হামারি জিম্মেদারি' |২৪-২৫

জিডিপি : আর্থিক বৃদ্ধির হার ৭.৮%
বিশ্বজুড়ে সঙ্কটের মধ্যেও অর্থনীতিতে ভারত এগিয়ে চলেছে |২৬-২৭

সংস্কার … বাধ্যবাধকতা নয়, অঙ্গীকার
প্রধানমন্ত্রী ২০২৬ সালে ইটি ওয়ার্ল্ড লিডার্স ফোরামে ভাষণ দিয়েছেন |৩০-৩১

নৌ-পরিবহনের পরিকাঠামোকে শক্তিশালী করা
ক্রুজ ভারত মিশনের দুই বছর পূর্তি, দেশের ৩২টি জলপথ ব্যবহৃত হচ্ছে |৩৯

ব্যক্তিত্ব : রানি রাসমনি
সাহস ও করুণার প্রতীক |৪০

খেলো ইন্ডিয়া

ক্রীড়া :
যুবশক্তিকে সংগঠিত করার উদ্যোগ

প্রধানমন্ত্রী 'খেলো ইন্ডিয়া ডায়ালগ'-এ যুব সমাজের উদ্দেশে ভাষণ দিচ্ছেন |৩২-৩৩

প্রধানমন্ত্রীর বিদেশ যাত্রা

সাংহাই সহযোগিতা সংগঠন (এসসিও)-এর শীর্ষ সম্মেলনে ভারতের সক্রিয় অংশগ্রহণের মাধ্যমে আঞ্চলিক ও বহুস্তরীয় অংশীদারিত্বে নতুন শক্তির সঞ্চার |৩৪-৩৮

প্রকাশক : সেন্ট্রাল ব্যুরো অফ কমিউনিকেশনের পক্ষে কাঞ্চন প্রসাদ, মহানির্দেশক
যোগাযোগের ঠিকানা : রুম নং-১০৭৭, সূচনা ভবন, সিজিও কমপ্লেক্স, নতুন দিল্লি-১১০০০৩
ই-মেল: response-nis@pib.gov.in, **আরএনআই নং:** DELENG/2020/78811

সম্পাদকের কলমে

ইউপিআই-এর গৌরবময় ১০ বছর

ক্ষুদ্র পথ বিক্রেতা থেকে বৃহৎ বিপণি... ইউপিআই-এর মাধ্যমে আর্থিক লেনদেন

আন্তরিক শুভেচ্ছা,

সকালে সব্জির বাজার কিংবা রাস্তার হকারের কাছে এখন কিউআর কোডে জিনিসপত্রের দাম মেটানো যায়। গ্রাহকরা তাঁদের ফোনের সাহায্যে স্ক্যান করে কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে আর্থিক লেনদেন সারতে পারেন। টাকা গোনার ঝঞ্ঝাট নেই কিংবা খুচরো পয়সা গোনার ঝামেলা নেই। বিদ্যুতের বিল কিংবা দুধওয়ালাকে তাঁর দাম মেটানো। চায়ের দোকানে পয়সা দেওয়া বা পাড়ার দোকানিকে জিনিসের দাম মেটানো অথবা শহরের বড় বিপণীতে কেনাকাটা – সর্বত্রই একই সুবিধা এখন পাওয়া যায় : দ্রুত, সুরক্ষিত ও স্বচ্ছ আর্থিক লেনদেনের ব্যবস্থা।

ইউনিফায়েড পেমেন্টস ইন্টারফেস (ইউপিআই)-এর মূল শক্তি নিহিত রয়েছে এখানেই। এর সাহায্যে সাধারণ মানুষের দৈনন্দিন জীবনযাত্রা অনেক সহজ হয়েছে। ২০১৬ সালের ২৫ আগস্ট রিজার্ভ ব্যাঙ্কের তত্ত্বাবধানে ন্যাশনাল পেমেন্টস কর্পোরেশন অফ ইন্ডিয়া ইউপিআই-এর সূচনা করে। এই পরিষেবার ১০ বছর পূর্তি হল। ভারতের ডিজিটাল পদ্ধতিতে আর্থিক লেনদেনের মূল চালিকাশক্তি এটিই।

গত এক দশকে ইউপিআই-এর অভাবনীয় বিকাশ নজরে এসেছে। ভারতকে ডিজিটাল লেনদেনের ক্ষেত্রে এক নতুন পথ দেখিয়েছে। ২০১৬-১৭ অর্থবর্ষে মাত্র ২ কোটি আর্থিক লেনদেন হয়েছে। সেখানে ২০২৫-২৬ অর্থবর্ষে তা বৃদ্ধি পেয়ে ২৪,১৬২ কোটি লেনদেনে উন্নীত হয়েছে। অর্থাৎ, প্রায় ১২,০০০ গুণ আর্থিক লেনদেন বৃদ্ধি পেয়েছে। এই সময়কালে এর আর্থিক মূল্য ০.০৭ লক্ষ কোটি টাকা থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ৩১৪ লক্ষ কোটি টাকায় পৌঁছেছে।

প্রাথমিক স্তরে মাত্র ৪৪টি ব্যাঙ্ক এই নেটওয়ার্কে সামিল হয়েছিল। আজ ৭৪১টি ব্যাঙ্ক ইউপিআই-এর সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত। ডিজিটাল লেনদেনকে নিরাপদ ও জালিয়াতি মুক্ত করতে কেন্দ্রীয় সরকার, রিজার্ভ ব্যাঙ্ক এবং ন্যাশনাল পেমেন্টস কর্পোরেশন অফ ইন্ডিয়া রিস্ক-বেসড ট্রানজ্যাকশন লিমিট, শক্তিশালী নিরাপত্তা ব্যবস্থাপনা সহ বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। ইউপিআই-এর সাফল্য এখন আর ভারতের মধ্যে সীমাবদ্ধ নেই। এই ব্যবস্থাপনা আরও ১১টি দেশে সম্প্রসারিত হয়েছে। এর মাধ্যমে আন্তর্জাতিক স্তরে ডিজিটাল লেনদেনের ব্যবস্থাপনায় ভারতের অবস্থান আরও শক্তিশালী হয়েছে। অতি সম্প্রতি ৩০ আগস্ট উজবেকিস্তানেও যাতে ইউপিআই-ভিত্তিক আর্থিক লেনদেন কার্যকর করা যায়, সেই মর্মে একটি চুক্তি সম্পাদিত হয়েছে।

আন্তর্জাতিক অর্থভাণ্ডার ইউপিআই-কে বিশ্বের বৃহত্তম রিয়েল টাইম পেমেন্ট ব্যবস্থাপনার স্বীকৃতি দিয়েছে। এর উল্লেখযোগ্য যাত্রাপথ ভারতের সরকারি স্তরে ডিজিটাল পরিকাঠামোর ক্ষমতার প্রতিফলন। এই ব্যবস্থাপনায় লক্ষ লক্ষ মানুষকে একটি আনুষ্ঠানিক আর্থিক ব্যবস্থায় অন্তর্ভুক্ত করা সম্ভব হয়েছে। পাশাপাশি, ডিজিটাল পদ্ধতিতে আর্থিক লেনদেনের সুবিধা দেশজুড়ে সকল নাগরিকের কাছে পৌঁছে দেওয়া হয়েছে। ইউপিআই-এর এক দশক ধরে অভূতপূর্ব এই যাত্রার কথাই আমাদের ম্যাগাজিনের এই পর্বের প্রচ্ছদ কাহিনী।

এছাড়াও এই পর্বে বিশেষ ব্যক্তিত্ব হিসেবে রানি রাসমনিকে স্মরণ করা হয়েছে। তিনি ছিলেন সাহস, করুণা এবং অবিচল সিদ্ধান্ত গ্রহণের এক মূর্ত প্রতীক। এছাড়াও, কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত, 'প্রগতি'র বৈঠক এবং প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর বিদেশ ভ্রমণের কথাও এবারের সংখ্যায় স্থান পেয়েছে। পাশাপাশি, গত একপক্ষকালে প্রধানমন্ত্রীর বিভিন্ন কর্মসূচির কথাও উল্লেখ করা হয়েছে এবারের ম্যাগাজিনে।

ভেতরের পাতায় 'মন কি বাত'-এর বিষয় নিয়ে আলোচনার পাশাপাশি, শেষের মলাটে বিশ্ব বাঁশ দিবস নিয়ে আলোচনা হয়েছে। প্রতি বছর ১৮ সেপ্টেম্বর বাঁশের গুরুত্ব এবং সম্ভাবনার কথা নিয়ে বিশ্ব বাঁশ দিবসে আলোচনা হয়।

আপনাদের মূল্যবান মতামত প্রত্যাশা করি

(ধীরেন্দ্র ওঝা)

হিন্দি, ইংরেজি সহ ১১টি ভাষায় পত্রিকাটি পড়ুন/ডাউনলোড করুন

https://newindiasamachar.pib.gov.in/

চিঠির বাক্স

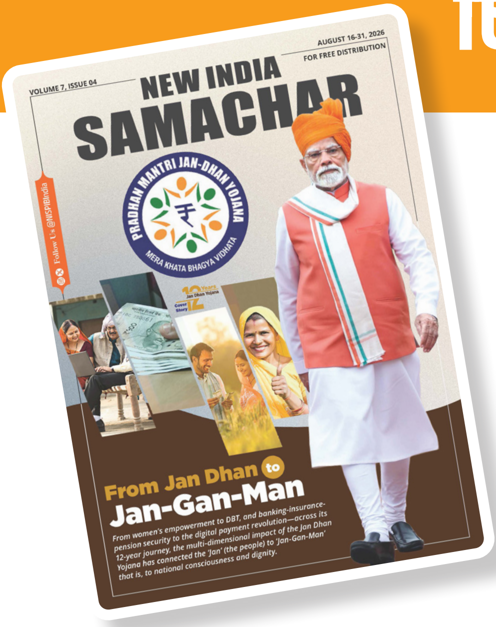

সচেতনতার প্রসারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা

আমি প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার প্রস্তুতি নিচ্ছি। এই পত্রিকা জাতীয় নীতিসমূহ, উন্নয়নমূলক কর্মসূচি এবং আর্থ-সামাজিক উদ্যোগ সম্পর্কে ধারাবাহিকভাবে অবহিত থাকার সহায়ক। বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, প্রতিরক্ষা, পরিকাঠামো, ক্রীড়া কিংবা শিক্ষা ক্ষেত্রের যাবতীয় উন্নয়নমূলক কর্মসূচি সম্পর্কে সুন্দরভাবে লেখা থাকে এই পত্রিকায়। বিকাশের অভিমুখে ভারতের যাত্রা সম্পর্কে সাধারণ মানুষকে সচেতন করে তুলতে এই পত্রিকা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়ে চলেছে।

mihirtiwariabkp2002@gmail.com

শিক্ষার্থী এবং নাগরিকদের পক্ষে খুবই উপকারি

সরকারের বিভিন্ন উদ্যোগ, দেশের বিকাশ, জনকল্যাণমূলক প্রকল্প এবং সাম্প্রতিক ঘটনাপ্রবাহ সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য থাকে এই পত্রিকায়। শিক্ষার্থী এবং সাধারণ নাগরিক- সকলের পক্ষেই এই পত্রিকা খুবই উপকারি।

library.bspp@ganpatuniversity.ac.in

দায়িত্বশীল নাগরিক হয়ে ওঠার প্রেরণা যোগায়

ভারতের অগ্রগতি সম্পর্কে অবহিত রাখার পাশাপাশি নিউ ইন্ডিয়া সমাচার পত্রিকা আমায় দায়িত্বশীল নাগরিক হয়ে ওঠার প্রেরণা যোগায়। নিউ ইন্ডিয়া সমাচার ই-ম্যাগাজিন আমায় সরকারের বিভিন্ন উদ্যোগ, নীতি ও সাফল্য সম্পর্কে ধারাবাহিকভাবে অবহিত রাখে। সহজ ভাষায় পরিবেশিত হয় গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাদি। দায়িত্বশীল নাগরিক হিসেবে আমার ভূমিকা কী হওয়া উচিত তা বুঝিয়ে দেয় এই পত্রিকা।

সুয়াশ চতুর্বেদী
suyash.chaturvedii@gmail.com

ভারতের দ্রুত বিকাশে অত্যন্ত গর্বিত

যখনই নিউ ইন্ডিয়া সমাচার পড়ি, তখনই অত্যন্ত গর্ববোধ করি প্রতিটি ক্ষেত্রে ভারতের দ্রুত অগ্রগতি দেখে। বিবিধ চ্যালেঞ্জের মোকাবিলা করে দ্রুত এগিয়ে চলেছে ভারত- যে সাফল্যের দিকে অন্য দেশগুলি তাকিয়ে রয়েছে বিস্ময়ে।

প্রফেসর পি. প্রেমা, থাঞ্জাভুর
prof.prema@gmail.com

অনেক নতুন ও গুরুত্বপূর্ণ বিষয় জানতে পেরেছি

নিউ ইন্ডিয়া সমাচার একটি অসাধারণ পত্রিকা। আগে এই পত্রিকাটি নিয়ে খুব একটা মনোযোগী ছিলাম না, কিন্তু এখন মনে হয় এই পত্রিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এখানে অনেক নতুন ও গুরুত্বপূর্ণ বিষয় জানতে পেরেছি। পত্রিকাটির আরও সাফল্য কামনা করি।

শ্রী কৃষ্ণ দত্ত
19duttakrishna@gmail.com

যোগাযোগের ঠিকানা: রুম নং ১০৭৭, সূচনা ভবন, সিজিও কমপ্লেক্স, নতুন দিল্লি-১১০০০৩
ই-মেল: response-nis@pib.gov.in

সংবাদ সংক্ষেপ

প্রধানমন্ত্রী ফসল বিমা যোজনা

১০০ টাকার প্রিমিয়ামের পরিবর্তে মিলেছে ৫০,৬০০ কোটি টাকার ক্ষতিপূরণ

প্রধানমন্ত্রী ফসল বিমা যোজনা (পিএমএফবিআই) দেশের বিভিন্ন প্রান্তের কৃষকদের খরা, বন্যা, ঘূর্ণীঝড়, অসময়ে বৃষ্টির মতো প্রাকৃতিক কারণ জনিত ক্ষয়ক্ষতির ক্ষেত্রে আর্থিক সুরক্ষা প্রদান করে। ২০১৬য় সূচনা হওয়ার পর ৫২,৪ কোটি কৃষক এই প্রকল্পের সুবিধা পেয়েছেন। প্রকল্পের আওতায় কৃষকদের দেওয়া হয়েছে মোট ২.০৬ লক্ষ কোটি টাকারও বেশি।

পিএমএফবিআই কতটা কাজের তা স্পষ্ট হয়ে ওঠে অসমের চাঙখালা গ্রামের কৃষক আনোয়ার হুসেনের অভিজ্ঞতার কথা মাথায় রাখলেই। প্রবল বৃষ্টিতে তাঁর উৎপাদিত ফসল নষ্ট হয়ে গিয়েছিল। সৌভাগ্যক্রমে তিনি ১০০ টাকা প্রিমিয়াম দিয়ে পিএমএফবিআই-তে নাম নথিভুক্ত করিয়ে রেখেছিলেন। ফলে ক্ষতিপূরণ হিসেবে পেয়েছেন ৫০,৬০০ টাকা। আর্থিক অসুবিধার কবলে পড়ার বদলে আনোয়ার চাষবাসে আরও মনোযোগী হয়ে উঠেছেন। বলছেন, পিএমএফবিআই প্রকৃত অর্থেই দুঃসময়ের সঙ্গী।

‘সঞ্চার সাথী’-র কল্যাণে এক মাসেই ৭৭,০০০-এরও বেশি মোবাইল ফোন উদ্ধার

আপনার মোবাইল ফোন যদি হারিয়ে যায় বা চুরি হয় তবে তৎক্ষণাৎ কর্তৃপক্ষকে জানান। সরকারের নাগরিক কেন্দ্রিক উদ্যোগ ‘সঞ্চার সাথী’ তা খুঁজে পাওয়ার সহায়ক। ২০২৬-এর জুলাই-তে উদ্ধার হয়েছে ৭৭,৬৯২টি মোবাইল ফোন। এই সাফল্যে খুশি কেন্দ্রীয় যোগাযোগ মন্ত্রী জ্যোতিরাদিত্য এম সিন্ধিয়া।

হারিয়ে যায় বা চুরি হওয়া মোবাইল ফোনের বিষয়ে ‘সঞ্চার সাথী’ ওয়েব পোর্টাল (www.sancharsathi.gov.in)-এ জানাতে পারেন সাধারণ নাগরিকরা। মোবাইল অ্যাপেও অভিযোগ জানানো যেতে পারে। অভিযোগ জানানো মাত্র খোয়া যাওয়া মোবাইল ব্লক করে দেওয়া হবে। যদি কেউ তা ব্যবহারের চেষ্টা করে, তা ধরা পড়ে যাবে সংশ্লিষ্ট ব্যবস্থাপনার নেটওয়ার্কে এবং সতর্ক করে দেওয়া হবে স্থানীয় থানাকে।

পরিবর্তন প্রকল্প: ১,৩০০+ সুবিধাভোগী নিবন্ধিত দিল্লি-এনসিআর-এ

দিল্লি-এনসিআর-এ পরিবেশ দূষণের মোকাবিলায় ২০২৬-এর ১৪ জুলাই চালু করা হয়েছে ‘পরিবর্তন’ প্রকল্প। ২৭ অগাস্ট পর্যন্ত নিবন্ধিত হয়েছেন ১,৩০০ সুবিধাভোগী। যোগ দিয়েছে ৪২টি ব্যাঙ্ক এবং ১৫টি গাড়ি-সরঞ্জাম উৎপাদক সংস্থা। প্রকল্পটির লক্ষ্য বর্তমানে বিএস-IV কিংবা আরও পুরনো নির্গমন মানক ব্যবস্থার আওতায় থাকা ২ লক্ষেরও বেশি ট্রাক ও বাসকে বিএস-VI পর্যায়ে নিয়ে আসা এবং বৈদ্যুতিক যানের ব্যবহার বাড়ানো। দিল্লি, হরিয়ানা, রাজস্থান এবং উত্তরপ্রদেশ জুড়ে রূপায়িত হয়ে চলা এই প্রকল্প বাবদ খরচ ধরা হয়েছে ৯,৫৮৫ কোটি টাকা।

এই রাজ্যগুলি ইতিমধ্যেই পরিবর্তন প্রকল্পের আওতায় ১০ বছরের জন্য সড়ক করে রেহাই দেওয়ার বিজ্ঞপ্তি জারি করেছে। ডিজেল কিংবা সিএনজি চালিত গাড়ির ক্রেতাদের ফুয়েল ভাউচার দেওয়া হচ্ছে। যাঁরা বৈদ্যুতিক গাড়ি কিনছেন, তাঁরা পাচ্ছেন এককালীন ৬৪,০০০ থেকে ২.৫৬ লক্ষ কোটি টাকা।

আত্মনির্ভর ভারত...

এক সপ্তাহের মধ্যে দেশে তৈরি দুটি জাহাজ তুলে দেওয়া হল নৌ সেনার হাতে

প্রতিরক্ষা ক্ষেত্রে স্বনির্ভরতার দিশায় দ্রুত এগিয়ে চলেছে ভারত। এই উদ্যোগের অঙ্গ হিসেবে দেশে তৈরি ২টি জাহাজ অগাস্টের শেষ সপ্তাহে তুলে দেওয়া হল ভারতীয় নৌ সেনার হাতে। প্রথমটির নাম 'সমর্থক'। দ্বিতীয়টি 'নিস্তার' বর্গের ডাইভিং সহায়ক জাহাজ আইএনএস নিপুন। দুটি জাহাজেরই ৭৫% যন্ত্রাংশ দেশজ।

'সমর্থক' জাহাজটিকে নৌসেনার হাতে তুলে দেওয়া হয় ২৭ অগাস্ট। এর কাজ সমুদ্রে নজরদারি এবং আপৎকালীন পরিস্থিতিতে ত্রাণ ও উদ্ধারে সহায়তা। আইএনএস নিপুন হল 'নিস্তার' বর্গের দ্বিতীয় জাহাজ। গভীর সমুদ্রে ডুবুরি নামিয়ে তল্লাশি ও উদ্ধারের ক্ষেত্রে বড় ভূমিকা নেবে এই জলযান।

পিএম স্বনিধি: পুনর্গঠনের পর ১০.৫৬ লক্ষ নতুন উপভোক্তাকে ঋণ দেওয়া হল

পথ বিক্রেতাদের সহায়তার লক্ষ্যে গৃহীত পিএম স্বনিধি প্রকল্পের মেয়াদ ২০৩০-এর ৩১ মার্চ পর্যন্ত বাড়ানো হয়েছে। পুনর্গঠনের পরের বছরে ১০.৫৬ লক্ষ উপভোক্তার হাতে ঋণ হিসেবে ৬,২৯৪ কোটি টাকা পৌঁছে দেওয়া হয়েছে। এছাড়া যোগ্য প্রাপকদের দেওয়া হয়েছে ২৭০০০-এরও বেশি ইউপিআই সংযুক্ত রুপে ক্রেডিট কার্ড। এখনও পর্যন্ত ১.১৮ কোটি ঋণের আবেদন মঞ্জুর হয়েছে এই প্রকল্পের আওতায়। সুবিধা পেয়েছেন ৭৮.৬৮ লক্ষ পথ বিক্রেতা। সুদে ভর্তুকি বাবদ দেওয়া হয়েছে ৪২১ কোটি টাকা। ডিজিটাল লেনদেনে প্রণোদনা বাবদ দেওয়া ৪১৮ কোটি টাকা।

বৈদ্যুতিন সরঞ্জাম উৎপাদনে গতি এনেছে সরকারের নানা উদ্যোগ

ইলেট্রনিক্স কম্পোনেন্টস ম্যানুফ্যাকচারিং স্কিম বা ইসিএমএস-এর আওতায় ৩১টি নতুন প্রস্তাবে সবুজ সংকেত দিয়েছে ভারত সরকার- যার বিনিয়োগের মোট মূল্যমান দাঁড়াবে ৬,৮৪৪ কোটি টাকায়। সব মিলিয়ে ১০৬টি প্রকল্পে মঞ্জুরি দেওয়া হয়েছে। মোট বিনিয়োগের পরিমাণ দাঁড়াবে ৬৯,৫৪৮ কোটি টাকা- প্রত্যক্ষভাবে কাজ পাবেন ৭৫,০০০ মানুষ। এই প্রকল্পটি দেশে বৈদ্যুতিন সরঞ্জাম উৎপাদনে গতি এনেছে। ৩৮টি কারখানা এরই মধ্যে চালু হয়েছে, ১৬টি চালু হওয়ার মুখে বলা যেতে পারে। এই প্রথম দেশে বৈদ্যুতিন সরঞ্জাম নির্মাণে এতটা জোর দিয়ে 'দেশজ' সরবরাহ শৃঙ্খল গড়ে তোলার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। বৈদ্যুতিন ক্ষেত্রে আত্মনির্ভরতার দিশায় এগিয়ে চলেছে ভারত। অ্যানোড (১১০%), অপটিক্যাল ট্রান্সিভার এসএফপি (৩৫০%) এবং রিলে (২০০%)- এর উৎপাদনের মাত্রা চাহিদাকে ছাপিয়ে গেছে। ●

৫৩-তম ‘প্রগতি’ বৈঠকে পৌরোহিত্য করলেন প্রধানমন্ত্রী

উৎকর্ষ এবং গতি হাতে হাত রেখে

সক্রিয় প্রশাসনের মাধ্যমে নির্দিষ্ট সময়ে প্রকল্পের কাজ শেষ করার লক্ষ্যে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী তথ্য-প্রযুক্তি নির্ভর, বহুক্ষেত্রিক ও বহুমাত্রিক মঞ্চ ‘প্রগতি’ (প্রো-অ্যাক্টিভ গভর্ন্যান্স অ্যান্ড টাইমলি ইমপ্লিমেন্টেশন) -র মাধ্যমে পর্যালোচনা বৈঠক করে চলেছেন। ‘প্রগতি’-র ৫৩-তম বৈঠকটি হল ২৫ অগাস্ট। ওই বৈঠকে প্রধানমন্ত্রী রেল, সড়ক এবং জ্বালানি ক্ষেত্রের ৬টি বড় প্রকল্পের কাজ খতিয়ে দেখেন....

পরিকাঠামো প্রকল্পের রূপায়ণে বিলম্ব শুধু খরচ বাড়ায় না, নাগরিক সমাজ, বাণিজ্য মহল এবং সামগ্রিকভাবে অর্থনৈতিক পরিমণ্ডলের ওপরে তার নেতিবাচক প্রভাব পড়ে। এই বৈঠকে প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, পরিকাঠামো প্রকল্পগুলিকে বিচ্ছিন্নভাবে না দেখে একটি সামগ্রিক কর্মকাণ্ডের অঙ্গ হিসেবে বিবেচনা করা উচিত; দরকার সার্বিক নজরদারি। সমন্বয়ের ভিত্তিতে এগোনো দরকার। সংশ্লিষ্ট মন্ত্রক এবং রাজ্যগুলিকে এইসব প্রকল্পের রূপায়ণের ক্ষেত্রে সামনে আসা চ্যালেঞ্জের মোকাবিলায় বোঝাপড়ার ভিত্তিতে এগোতে বলেছেন প্রধানমন্ত্রী। বিভিন্ন মন্ত্রক এবং প্রাদেশিক সরকারের এই বোঝাপড়ার ক্ষেত্রে সবপক্ষেরই দায়বদ্ধতা রয়েছে বলে প্রধানমন্ত্রী উল্লেখ করেছেন।

৫৩-তম প্রগতি বৈঠকে প্রধানমন্ত্রী মোদী মোট প্রায় ৮৬ লক্ষ কোটি টাকা মূল্যের প্রকল্প রূপায়ণের কাজ পর্যালোচনা করেছেন এবং এই কাজের সামনে থাকা চ্যালেঞ্জের সমাধান বাতলেছেন।

দ্রুত প্রকল্পের কাজ শেষ করায় জোর দেওয়া হয়েছে

সংযোগ, শিল্প ও অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড এবং জন পরিষেবা জোরদার করার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ বিভিন্ন প্রকল্পের কাজ খতিয়ে দেখার সময় প্রধানমন্ত্রী সময়সীমার মধ্যে রূপায়ণ সম্পন্ন করায় বিশেষ জোর দিয়েছেন। এক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট সব সংস্থার মধ্যে সমন্বয় এবং বকেয়া সমস্যা দূর করার কথা বলেছেন তিনি।

এই প্রকল্পগুলি রূপায়িত হচ্ছে ৯টি রাজ্য জুড়ে, খরচ ধরা হয়েছে

৩০,০০০

কোটি টাকা

প্রকল্প রূপায়ণের প্রতিটি স্তরেই এই পন্থায় এগোনোর কথা বলেছেন তিনি।

এআই-এর মতো নতুন ডিজিটাল প্রযুক্তি ব্যবহারের উপর গুরুত্ব

ডিজিটাল কৃষি মিশনের আওতায় এগ্রিস্ট্যাক সংক্রান্ত পর্যালোচনায় প্রধানমন্ত্রী এআই-এর মতো নতুন ডিজিটাল প্রযুক্তি প্রয়োগের কথা বলেছেন- যাতে কৃষিক্ষেত্র সংক্রান্ত যাবতীয় ডেটার সুবিধা যথাসম্ভব বেশি পাওয়া যায়। কাঁচামাল থেকে প্রক্রিয়াকরণ-সবক্ষেত্রেই ডেটা পরিমণ্ডলের উপযুক্ত ব্যবহার এবং উপযুক্ত মানুষের হাতে উপযুক্ত তথ্য পৌঁছে দেওয়ার কথা বলেছেন প্রধানমন্ত্রী। এগ্রিস্ট্যাক-এর কাজে রাজ্য এবং প্রাদেশিক সরকারগুলির ভূমিকার প্রশংসা করেছেন তিনি। এই কাজ ঠিকভাবে এগোলে কৃষকরা প্রকৃত অর্থেই উপকৃত হবেন বলে প্রধানমন্ত্রী মনে করেন।

সাইবার জালিয়াতি রুখতে প্রধানমন্ত্রী জন সচেতনতা ও কর্মীদের প্রশিক্ষণে জোর দিয়েছেন। বৈঠকে ডিজিটাল অ্যারেস্টের প্রসঙ্গ ওঠে আসে স্বাভাবিকভাবেই। এই আপদ দূর করতে বিশেষ করে প্রবীণ ও যুবাদের নিরাপদ ডিজিটাল কর্মকাণ্ড সম্পর্কে অবহিত করে তুলতে হবে বলে প্রধানমন্ত্রী মনে করিয়ে দিয়েছেন। কর্মীদের প্রশিক্ষণেও জোর দিয়েছেন তিনি-যাতে সাইবার জালিয়াতির নতুন নতুন পন্থা সহজেই চিহ্নিত করা যায়।

> **“কাজ দ্রুত শেষ করতে হবে ঠিকই, তা বলে উৎকর্ষ ও গুণমানের ক্ষেত্রে কোনও আপস চলবে না**
>
> *নরেন্দ্র মোদী, প্রধানমন্ত্রী*

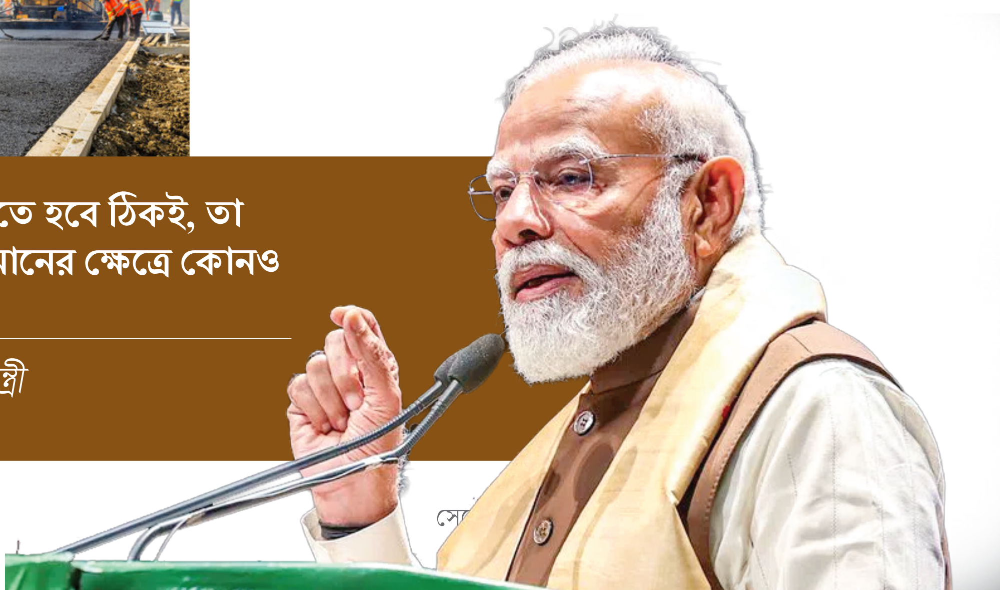

দীর্ঘ লাইন থেকে কিউআর কোড

নতুন ভারতের ইউপিআই পেমেন্ট বিপ্লব

মানিব্যাগ থেকে টাকা বার করা হচ্ছে, ক্যাশ কাউন্টারে পয়সা গোনা হচ্ছে এবং এটিএম-গুলিতে দীর্ঘ লাইন – এইসব কিছুই এখন ভারতের কাছে অতীতের স্মৃতি। একটি কিউআর কোড, একটি স্ক্যান এবং কয়েক সেকেন্ড – দেশে আজ লেনদেনের ক্ষেত্রে এগুলি নতুন ভাষা হয়ে দাঁড়িয়েছে। ১০ বছর আগে অগাস্ট মাসে এক নতুন ডিজিটাল লেনদেন ব্যবস্থার সূচনা করা হয়েছিল, যা আজ বিশ্বের বৃহত্তম তাৎক্ষণিক লেনদেন ব্যবস্থা এবং ভারতের পরিচয় হয়ে উঠেছে। পরিবর্তনের এই কাহিনী – পথ বিক্রেতা ও ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী থেকে বড় ব্যবসা, দেশে এবং গোটা বিশ্বে প্রত্যেকের জীবনকে সহজ করে তুলেছে...

মুজফফরপুরের রাজকুমারী দেবী ‘সাইকেল চাচী’ (বাইসাইকেল আন্টি) নামে পরিচিত। তিনি আচার তৈরি করেন এবং সাইকেলে চেপে সেগুলি বিক্রি করেন। তিনি স্মৃতিচারণা করে বলেন, সঠিক খুচরো না থাকার কারণ দেখিয়ে ক্রেতারা ৪০-৫০ টাকা কম দিতেন। তাঁরা পরে বাকি টাকা দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিতেন। কিন্তু প্রায়ই ভুলে যেতেন। তিনি বলেন, তাঁর কাছে কোনও লাভ থাকত না। কিন্তু, ইউপিআই তা বদলে দিয়েছে। ইউপিআই-এর মাধ্যমে লেনদেন শুরু করার পর থেকে তাঁর ব্যবসা বাড়তে থাকে। ইউপিআই তাঁর ব্যবসায় শুধুমাত্র নতুন গতিই আনেনি, সেইসঙ্গে ডিজিটাল লেনদেন প্রতিটি লেনদেনকে সহজ, দ্রুত এবং সুরক্ষিত করেছে।

অন্য এক মহিলা ব্যাঙ্ক থেকে নগদ টাকা তোলার ক্ষেত্রে সমস্যায় পড়তেন। ইউপিআই চালু হওয়ায় তিনি এখন খুশি। তিনি বলেন, আগে টাকা তোলার জন্য দু’ঘন্টা পর্যন্ত লাইনে দাঁড়িয়ে থাকতে হ’ত। এমনও সময় গেছে, যখন নগদ টাকা না তুলেই তাঁকে বাড়ি ফিরে আসতে হয়েছে। এখন ইউপিআই-কে ধন্যবাদ, তিনি এখন ঘরে বসেই লেনদেন করতে পারেন।

এই কাহিনী শুধুমাত্র রাজকুমারী দেবীর একার নয়; দেশে লক্ষ লক্ষ পথ বিক্রেতা এবং ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী রয়েছেন, যাঁদের দোকানের কাউন্টারে এখন কিউআর কোড দেখা যায়। এই বাস্তবতা প্রমাণ করে যে, ইউপিআই শুধুমাত্র একটি প্রযুক্তি নয়, এটি হ’ল, কোটি কোটি ভারতবাসীর আত্মসম্মান এবং আত্মনির্ভরতার কাহিনী।

প্রধানমন্ত্রী ইউপিআই-এর ১০ বছর পূর্তি উপলক্ষে তাঁর এই ভাবনা ভাগ করে নিয়েছেন। তিনি বলেছেন, গত এক দশকে ইউপিআই-এর ব্যাপ্তি ব্যাপকভাবে প্রসারিত হয়ে দেশের প্রতিটি প্রান্তে পৌঁছে গিয়েছে, সাধারণ নাগরিকদের দৈনন্দিন জীবনে ডিজিটাল লেনদেন অবিচ্ছেদ্য অংশ হয়ে উঠেছে। ইউপিআই-এর গৌরবময় যাত্রার কথা তুলে ধরে তিনি বলেন, প্রতিটি ভারতীয় এর সাফল্য নিয়ে গর্ববোধ করতে পারেন।

২০১৬ সালে ন্যাশনাল পেমেন্টস কর্পোরেশন অফ ইন্ডিয়া (এনপিসিআই) ‘ইউনিফায়েড পেমেন্টস ইন্টারফেস’ (ইউপিআই) চালু করে, যা ভারতে আর্থিক লেনদেনে বিপ্লব এনেছে। শুধুমাত্র একটি মোবাইল নম্বর, একটি ইউপিআই আইডি এবং একটি সুরক্ষিত পিন নম্বরের মাধ্যমে এটি তাৎক্ষণিক টাকা লেনদেনকে সহজ করেছে, অ্যাকাউন্ট নম্বর বা আইএফএসসি কোড শেয়ার করার প্রয়োজনীয়তা দূর করেছে।

ইউপিআই-এর রূপান্তরমূলক অগ্রগতির এক দশক

- ২০২৬-২৭ অর্থবর্ষে ইউপিআই-এর মাধ্যমে মোট লেনদেনের সংখ্যা ছিল মাত্র ২ কোটি, আর্থিক দিক থেকে প্রায় ৭,০০০ কোটি টাকা। ১০ বছর পর এই ছবিটা পুরোপুরি বদলে গেছে। ২০২৫-২৬ অর্থবর্ষে ইউপিআই প্ল্যাটফর্মে ২৪ হাজার কোটিরও বেশি লেনদেন হয়েছে, মোট আর্থিক পরিমাণ ৩১৪.২৩ লক্ষ কোটি টাকা ছাড়িয়ে গেছে। এটি লেনদেনের সংখ্যার প্রায় ১২,০০০ গুণ বৃদ্ধি এবং আর্থিক দিক থেকে ৪,০০০ গুণের বেশি বৃদ্ধি।

- সংসদে সম্প্রতি পেশ করা পরিসংখ্যান অনুযায়ী, জুন, ২০২৬ পর্যন্ত ইউপিআই প্ল্যাটফর্মে নথিভুক্ত ব্যবহারকারীর সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ৫৫.৫ কোটি এবং এটি ৬.৫ কোটি ব্যবসায়ীকে পরিষেবা দিয়েছে; রাষ্ট্রায়ত্ত ক্ষেত্র, বেসরকারি, ক্ষুদ্র আর্থিক সংস্থা, পেমেন্টস এবং সমবায় ব্যাঙ্ক সহ ৭৪০টিরও বেশি ব্যাঙ্ক এই একক প্ল্যাটফর্মে যুক্ত হয়েছে। আইএমএফ-এর বিশেষজ্ঞরা এর প্রশংসা করে চলেছেন। এটি একটি অ্যাপ বা ব্যাঙ্কের মধ্যে সীমাবদ্ধ না থেকে প্রতিটি ব্যবস্থার সঙ্গে যুক্ত করার ভাবনাকে তুলে ধরছে।

গত ৫টি অর্থবর্ষে ইউপিআই লেনদেনের ক্ষেত্রে পরিমাণ এবং আর্থিক পরিমাণ উভয় ক্ষেত্রেই ধারাবাহিক বৃদ্ধি

অর্থবর্ষ	লেনদেন (কোটিতে)	পরিমাণ (লক্ষ কোটি টাকায়)
২০২১ – ২২	৪,৫৯৫.৬১	৮৪.১৬
২০২২ – ২৩	৮,৩৭১.৪৪	১৩৯.১৫
২০২৩ – ২৪	১৩,১১২.৯৫	১৯৯.৯৫
২০২৪ – ২৫	১৮,৫৮৬.৬০	২৬০.৫৬
২০২৫ – ২৬	২৪,১৬১.৬৯	৩১৪.২৩

মাসিক রেকর্ড: শুধুমাত্র মার্চ, ২০২৬-এ ২,২৬৪ কোটি লেনদেন হয়েছে, আর্থিক পরিমাণ ২৯.৫৩ লক্ষ কোটি টাকা।

সূত্র: অর্থ মন্ত্রক, লোকসভায় পেশ করা পরিসংখ্যান অনুযায়ী (জুন, ২০২৬)

২৪X৭ চালু থাকা এই ব্যবস্থা বিভিন্ন ব্যাঙ্কের তাৎক্ষণিক লেনদেনকে সহজ করেছে। এটি আন্তঃব্যাঙ্ক আন্তঃপরিচালন ব্যবস্থার মাধ্যমে নিয়ন্ত্রিত হয় এবং লেনদেনের খরচও অত্যন্ত কম। এপ্রিল ২০১৬'তে মাত্র ২১টি ব্যাঙ্ককে এই ব্যবস্থার সঙ্গে যুক্ত করা হয়েছিল। মার্চ, ২০২৬-এ এই সংখ্যা ৭৪১-এ পৌঁছেছে। ইউপিআই শুধুমাত্র লেনদেনকে সহজ করেনি, সেইসঙ্গে আর্থিক অন্তর্ভুক্তিতে নতুন দিশা এনেছে, নগদ টাকার উপর নির্ভরশীলতা কমিয়েছে। তাৎক্ষণিক লেনদেন নগদ টাকার প্রয়োজনীয়তা কমিয়েছে এবং স্বচ্ছতা বৃদ্ধি করেছে। সমাজের শেষ স্তর পর্যন্ত ইউপিআই পৌঁছে যাওয়ায় জীবনযাত্রা সহজ হয়েছে।

অটোরিক্সা চালক, পথ বিক্রেতা, গ্রামীণ বাজারগুলির কৃষক ও গৃহকর্মীরা এখন কিউআর কোড এবং

ইউপিআই: এক দশকের মাইলফলক

২০১৬:	১১ এপ্রিল আরবিআই-এর তদানীন্তন গভর্নর ইউপিআই-এর সূচনা করেন।
২০১৬-১৭:	২৫ অগাস্ট, ২০১৬'তে সাধারণ মানুষের জন্য ইউপিআই চালু করা হয়। প্রথম বছরে প্রায় ২ কোটি লেনদেন হয়।
২০১৯:	পিএম স্বনিধি প্রকল্পের মাধ্যমে প্রথাগত ঋণ ব্যবস্থার সঙ্গে পথ বিক্রেতাদের যুক্ত করার উদ্যোগ এবং ডিজিটাল লেনদেনে গতি আসে।
২০২১-২২:	বার্ষিক লেনদেনের সংখ্যা ৪,৫০০ কোটি ছাড়িয়ে যায়; শহর থেকে গ্রামাঞ্চলে ইউপিআই বিস্তারলাভ করে।
২০২৩:	আইফেল টাওয়ার সহ ফ্রান্সের বিভিন্ন জায়গায় ইউপিআই পেমেন্ট ব্যবস্থা চালু করা হয়।
২০২৫:	অগাস্টে প্রথমবার মাসিক লেনদেনের সংখ্যা ২ হাজার কোটি ছাড়িয়ে যায়; এক আন্তর্জাতিক সাফল্য হিসেবে আইএমএফ ইউপিআই-এর প্রশংসা করে।
২০২৫-২৬:	বার্ষিক লেনদেনের সংখ্যা ২৪ হাজার কোটি ছাড়িয়ে যায়; আর্থিক পরিমাণ ৩১৪ লক্ষ কোটি টাকা অতিক্রম করে।
২০২৬:	সংসদে পেমেন্ট অ্যান্ড সেটেলমেন্ট সিস্টেমস অ্যাক্ট সংশোধনী অনুমোদিত হয়; ইউপিআই ব্যবহারকারীদের জন্য শুল্ক-মুক্ত রাখা হয়।

স্মার্টফোন ব্যবহারের মাধ্যমে সহজেই লেনদেন করতে পারছেন। এর ফলে, শহর ও গ্রামাঞ্চল, সেইসঙ্গে সংগঠিত ও অসংগঠিত ক্ষেত্রের মধ্যে ব্যবধান দূর করছে। প্রথাগত আর্থিক ব্যবস্থার সুসংহতকরণের ফলে ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী ও অসংগঠিত ক্ষেত্রের কর্মীদের সামনে ঋণ ও সঞ্চয়ের নতুন দিক খুলে গিয়েছে।

আমাদের নিজস্ব ইউপিআই প্ল্যাটফর্ম আন্তর্জাতিক বিস্ময় হয়ে উঠেছে; সমস্ত তাৎক্ষণিক লেনদেনের অর্ধেকের বেশি হয় ভারতেই

নরেন্দ্র মোদী, প্রধানমন্ত্রী

পথ বিক্রেতা থেকে মল পর্যন্ত: প্রত্যেকের হাতেই ইউপিআই

ইউপিআই-এর প্রকৃত শক্তি এর ব্যাপ্তির মতো পরিসংখ্যানের মধ্যে ততটা সীমাবদ্ধ নেই। মোট লেনদেনের ৬৩% হয়ে থাকে পার্সন-টু–মার্চেন্ট (পি টু এম), এর মধ্যে ৮৬% ক্ষেত্রে লেনদেন হয়ে থাকে ৫০০ টাকার নীচে। এর থেকে স্পষ্ট যে, ইউপিআই আর বড় বড় শহরের মধ্যে সীমাবদ্ধ নেই; এটি সব্জি বিক্রেতা, চা বিক্রেতা, অটোরিক্সা চালক এবং প্রতিবেশী ছোট ছোট দোকানগুলিতে পৌঁছে গিয়েছে। অটোরিক্সা চালক বা পথ বিক্রেতা – যাই হোক না কেন, কারোরই আর যাত্রী বা গ্রাহকদের সঙ্গে 'খুচরো' নিয়ে ঝামেলায় পড়তে হয় না – একটি কিউআর কোডের স্ক্যানই যথেষ্ট।

- পিএম স্বনিধি প্রকল্পের মাধ্যমে ঋণ গ্রহণ ব্যবস্থার সংযুক্তির ফলে পথ বিক্রেতারা প্রথাগত ব্যাঙ্কিং ব্যবস্থার অংশীদার হয়ে উঠেছেন। যে সব ব্যবসায়ী একসময়ে নগদ লেনদেনের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিলেন, তাঁরা এখন ইউপিআই-এর মাধ্যমে ডিজিটাল লেনদেনের বিস্তারিত রেকর্ড তৈরি করছেন। এই রেকর্ড তাঁদের ক্ষুদ্র জামানত-মুক্ত ঋণ গ্রহণে সহায়ক হচ্ছে।
- প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী প্রায়ই এটিকে "সকলের জন্য প্ল্যাটফর্ম, সকলের অগ্রগতির জন্য" একটি নীতি হিসেবে চিহ্নিত করে থাকেন। তিনি বলেন, আধার, ডিজি-লকার, ওএনডিসি এবং ইউপিআই-এর মত উন্মুক্ত ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম ভারত'কে এক গণ পরিকাঠামো প্রদান করেছে, যেখানে একই ব্যবস্থার মাধ্যমে মলে শপিং করা ক্রেতা এবং পথ বিক্রেতা উভয়ই উপকৃত হচ্ছেন।

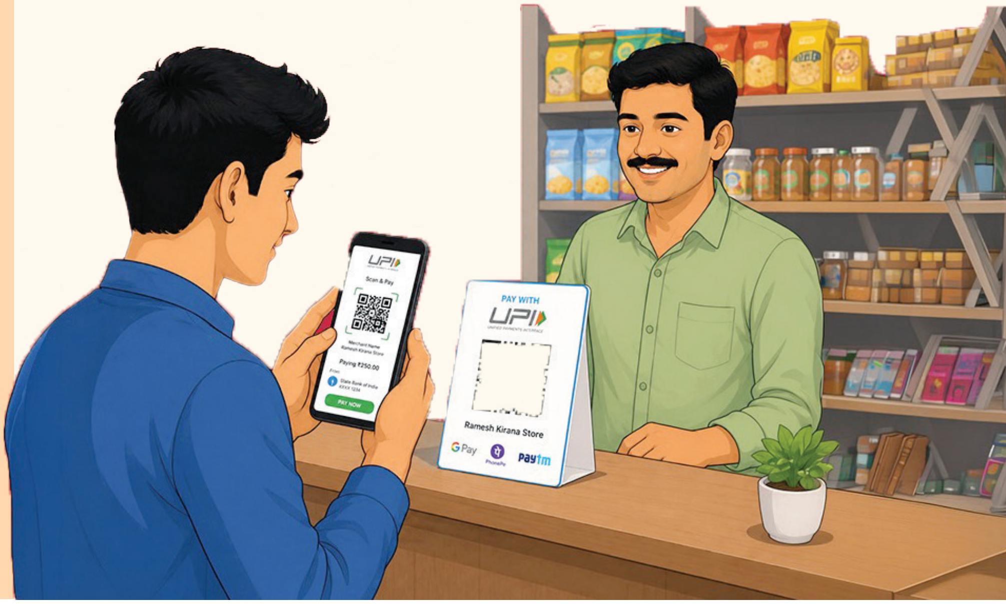

আজ পিএম স্বনিধির সঙ্গে সংযুক্ত একজন পথ বিক্রেতাও ইউপিআই-এর মাধ্যমে লেনদেন করে থাকেন – এটি হচ্ছে অন্তর্ভুক্তিমূলক ভারতের প্রকৃত ছবি

নরেন্দ্র মোদী, প্রধানমন্ত্রী

আজ ইউপিআই একটি সর্বাত্মক আর্থিক প্ল্যাটফর্ম হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছে। ক্ষুদ্র লেনদেনের জন্য 'ইউপিআই লাইট', বিল ও সাবস্ক্রিপশনের জন্য 'ইউপিআই অটো পে' এবং প্রাক্-অনুমোদিত ঋণ সীমার ক্ষেত্রে 'ক্রেডিট অন ইউপিআই'-এর মত সুবিধা এখন পাওয়া যাচ্ছে। এই শক্তিশালী পরিকাঠামোকে কাজে লাগিয়ে ব্যাঙ্ক এবং ফিনটেক সংস্থাগুলি দেশের প্রতিটি প্রান্তে মানুষের আর্থিক প্রয়োজনীয়তা মেটাচ্ছে।

তিনটি স্তম্ভের ওপর দাঁড়িয়ে থাকা একটি ভিত্তি

"আন্তর্জাতিক অর্থ ভাণ্ডার (আইএমএফ)-এর বিশেষজ্ঞরা যখন ইউপিআই-এর সাফল্য বিশ্লেষণ করেন, তখন তাঁরা ইউপিআই-কে বিচ্ছিন্নভাবে দেখেন না। তাঁরা এটিকে ভারতের বৃহত্তর ডিজিটাল পাবলিক ইনফ্রাস্ট্রাকচার (ডিপিআই) মডেলের ফলাফল হিসেবে উল্লেখ করেন, যার ভিত্তি তিনটি স্তম্ভের ওপর দাঁড়িয়ে আছে: জন ধন, আধার এবং মোবাইল। সরকার সংক্ষেপে একে 'JAM ট্রিনিটি' বলে থাকে..."

জন ধন

কোটি কোটি নাগরিকের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট খোলার মাধ্যমে প্রতিটি পরিবারকে প্রথাগত ব্যাঙ্কিং ব্যবস্থার সাথে যুক্ত করেছে।

৫৯+ কোটি জন ধন অ্যাকাউন্ট ২৬ আগস্ট, ২০২৬ পর্যন্ত।

আধার

প্রতিটি ভারতীয়কে একটি স্বতন্ত্র ডিজিটাল পরিচয় প্রদান করেছে, যা অ্যাকাউন্ট খোলা এবং যাচাইকরণ প্রক্রিয়াকে সহজ করেছে।

১৪৫ **কোটি আধার নম্বর প্রদান করা হয়েছে, জুলাই ২০২৬ পর্যন্ত।**

মোবাইল

বিশ্বের সবচেয়ে সস্তা মোবাইল ডেটা প্রতিটি ব্যক্তিকে ইন্টারনেট এবং পেমেন্ট প্ল্যাটফর্মের সাথে যুক্ত করেছে।

১২০+ **মোবাইল ফোন ব্যবহারকারী, জুলাই ২০২৬ পর্যন্ত।**

এই তিনটি স্তম্ভের উপর ভিত্তি করে ইউপিআই-এর জন্ম হয়েছিল। আইএমএফ মনে করে যে, অন্যান্য নগদ-নির্ভর দেশগুলিও এই পথ অবলম্বন করে আর্থিক অন্তর্ভুক্তি ত্বরান্বিত করতে পারে: পরিচয়, অ্যাকাউন্ট, সংযোগ এবং অবশেষে পেমেন্ট।

ইউপিআই এবং সাধারণ নাগরিকের আস্থা

বিহারের মুজফফরপুরের রাজকুমারী একা নন; আরও অসংখ্য মানুষ আছেন, যাদের জীবন এবং ব্যবসা ইউপিআই-এর মাধ্যমে সহজতর হয়েছে। দিল্লির কোনও গলির ভিড়ে ঠাসা চাটের দোকান হোক বা গ্রামের কোনও মুদি দোকান, এখন দৃশ্য একই: কোনও এক গ্রাহক তাঁরা মোবাইল ফোন বের করেন, দোকানের সাউন্ড বক্স লেনদেনের তথ্য ঘোষণা দেয় এবং মুহূর্তের মধ্যে পেমেন্ট সম্পন্ন হয়ে যায়। মানিব্যাগ খোঁজার কোনও তাড়া নেই, খুচরো টাকা নিয়ে কোনও দর-কষাকষিও নেই। এই নিরবচ্ছিন্ন অভিজ্ঞতা এমনি এমনি ঘটেনি; এটি হল একটি সুপরিকল্পিত কৌশল, একটি প্রযুক্তিগত বিপ্লব এবং কোটি কোটি

ইউপিআই-কে যা অনন্য করে তুলেছে...

- মোবাইল ফোনের মাধ্যমে তাৎক্ষণিক অর্থ স্থানান্তর, বছরে ২৪x৭, ৩৬৫ দিন।
- একটি মাত্র অ্যাপ্লিকেশনের মাধ্যমে একাধিক ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট ব্যবহারের সুবিধা।
- দ্বি-স্তর বিশিষ্ট প্রমাণীকরণ — যা নিরাপত্তা এবং সুবিধা উভয়ই নিশ্চিত করে।
- ভার্চুয়াল অ্যাড্রেস সুবিধা — অ্যাকাউন্ট নম্বর বা কার্ডের বিবরণ শেয়ার করার প্রয়োজন নেই।
- QR কোড এবং ইন্টেন্ট-ভিত্তিক পেমেন্টের জন্য সহায়তা।
- ‘ক্যাশ অন ডেলিভারি’র ঝামেলা এবং খুচরো টাকার প্রয়োজন থেকে মুক্তি।
- একটি মাত্র প্ল্যাটফর্মে ব্যক্তি থেকে ব্যক্তি (P2P) এবং ব্যক্তি থেকে বণিক (P2M) উভয় প্রকার পেমেন্ট।
- সরাসরি মোবাইল অ্যাপের মাধ্যমে অভিযোগ দায়ের এবং সমাধানের সুবিধা।

ভারতীয় উদ্ভাবনের বিশ্বব্যাপী গ্রহণযোগ্যতা

- জুন ২০২৫-এ, আইএমএফ খুচরা ডিজিটাল পেমেন্টের অগ্রগতির ক্ষেত্রে আন্তঃকার্যক্ষমতার ভূমিকার উপর একটি ফিনটেক নোট প্রকাশ করে। এতে বলা হয় যে, ২০১৬ সালে চালু হওয়া ভারতের তাৎক্ষণিক পেমেন্ট পদ্ধতি সমগ্র ডিজিটাল পেমেন্ট ব্যবস্থায় একটি নজির স্থাপন করেছে। কয়েক মাস পরে, সেপ্টেম্বর ২০২৫-এ, আইএমএফ-এর নিজস্ব ম্যাগাজিন, ফাইন্যান্স অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট, ভারতের নিরবচ্ছিন্ন পেমেন্ট ব্যবস্থার উপর একটি বিস্তারিত নিবন্ধ প্রকাশ করে। এতে তুলে ধরা হয় যে, ইউপিআই বিশ্বের বৃহত্তম তাৎক্ষণিক পেমেন্ট ব্যবস্থায় পরিণত হয়েছে, যা প্রতি মাসে গড়ে ১৯ বিলিয়নেরও বেশি লেনদেন সম্পন্ন করছে।
- এই স্বীকৃতি কোনও কাকতালীয় ঘটনা নয়। কয়েক দশক ধরে পশ্চিমী প্রতিষ্ঠান এবং কার্ড নেটওয়ার্কগুলি বিশ্বব্যাপী আর্থিক পরিকাঠামোয় আধিপত্য বিস্তার করে এসেছে। প্রথমবারের মত একটি উন্নয়নশীল দেশের একটি পাবলিক ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম বিশ্বের জন্য একটি রপ্তানিযোগ্য মডেল হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছে। যদিও এই পরিবর্তন হয়তো খুব বেশি ঢাক-ঢোল পিটিয়ে হয়নি, কিন্ত এর প্রভাব সুদূরপ্রসারী। এটি কেবল অর্থ স্থানান্তরের বিষয় নয়, বরং উদ্ভাবন, অন্তর্ভুক্তি এবং আস্থার ক্ষেত্রে ভারতের ক্রমবর্ধমান মর্যাদার কাহিনী।

> **এক দশক আগে চালু হওয়া ইউপিআই দেশে পেমেন্ট পদ্ধতিতে বিপ্লব ঘটিয়েছে, ডিজিটাল লেনদেনকে সহজ, দ্রুত, নিরাপদ এবং সুবিধাজনক করে তুলেছে।**
>
> *নরেন্দ্র মোদী, প্রধানমন্ত্রী*

ভারতবাসীর আস্থা — সবই নিহিত রয়েছে ইউনিফায়েড পেমেন্টস ইন্টারফেস বা ইউপিআই-এর মধ্যে। এই আস্থাই ভারতে প্রতি সেকেন্ডে ১০ মিলিয়ন ইউপিআই পেমেন্টের চালিকাশক্তি এবং একই সাথে বিশ্বের প্রতি দুটি ডিজিটাল পেমেন্টের মধ্যে একটি এই দেশেই হয়। এই অগ্রগতিকে সহজ করার জন্য, বর্তমানে ভারত জুড়ে ৮১০ মিলিয়নেরও বেশি ইউপিআই পেমেন্ট পয়েন্ট ব্যবহৃত হচ্ছে। ঠিক এই

ভারতের ইউপিআই মডেল বিশ্বকে পথ দেখাচ্ছে

এক সময় মুম্বইয়ের একটি মাত্র ব্যাঙ্ক শাখার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকা একটি উদ্যোগ আজ বিশ্বের অসংখ্য দেশে তার ছাপ ফেলছে। সিঙ্গাপুরে ইউপিআই-কে স্থানীয় পেমেন্ট সিস্টেম 'PayNow'-এর সাথে যুক্ত করা হয়েছে, যা দুই দেশের মধ্যে প্রায় তাৎক্ষণিক আন্তঃসীমান্ত অর্থ স্থানান্তর সক্ষম করছে। সংযুক্ত আরব আমিরশাহি এবং মরিশাসে ভারতীয় পর্যটকরা এখন স্থানীয় দোকানে ইউপিআই-এর মাধ্যমে পেমেন্ট করতে পারেন। ফ্রান্সে ভারতীয় দর্শনার্থীরা এমনকি প্যারিসের আইফেল টাওয়ারে কেবল একটি কিউআর কোড স্ক্যান করেই টাকায় বিল পরিশোধ করতে পারেন। ইউপিআই ইতিমধ্যেই নেপাল, ভুটান এবং শ্রীলঙ্কায় গৃহীত হয়েছে, অন্যদিকে স্থানীয় সংস্থাগুলির সাথে অংশীদারিত্বের মাধ্যমে কাতার, গ্রিস এবং কম্বোডিয়ায় এর সম্প্রসারণ চলছে। এশিয়া, আফ্রিকা এবং ইউরোপ জুড়ে বিভিন্ন কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক এবং ফিনটেক কোম্পানিগুলির সাথেও আলোচনা চলছে। সব মিলিয়ে, ইউপিআই-ভিত্তিক পেমেন্ট পরিষেবাগুলি বর্তমানে কোনও না কোনও ভাবে এক ডজনেরও বেশি দেশে পাওয়া যায়।

আন্তর্জাতিক উপস্থিতি ভারতের উদ্ভাবনকে ত্বরান্বিত করছে

- **সিঙ্গাপুর:** 'PayNow'-এর সাথে সংযুক্ত; তাৎক্ষণিক আন্তঃসীমান্ত স্থানান্তরে সক্ষম।
- **সংযুক্ত আরব আমিরশাহি :** প্রধান বাণিজ্যিক কেন্দ্রগুলিতে গৃহীত; প্রবাসী ভারতীয়দের মধ্যে জনপ্রিয়।
- **ফ্রান্স:** আইফেল টাওয়ার সহ একাধিক স্থানে ভারতীয় পর্যটকদের জন্য পেমেন্ট সুবিধা উপলব্ধ।
- **ভুটান ও নেপাল:** দেশব্যাপী গৃহীত; এনপিসিআই-সক্ষম রিয়েল-টাইম আন্তঃসীমান্ত ব্যবস্থা রয়েছে।
- **শ্রীলঙ্কা ও মরিশাস:** স্থানীয় পেমেন্ট পরিকাঠামোর সাথে সংযুক্ত।
- **কাতার, গ্রিস ও কম্বোডিয়া:** স্থানীয় ব্যাঙ্কগুলির সাথে অংশীদারিত্বের মাধ্যমে সম্প্রসারণ চলছে।
- **উজবেকিস্তান:** ২০ আগস্ট, ২০২৬-এ ইউপিআই-এর জন্য চুক্তি।

কারণেই আন্তর্জাতিক অর্থ ভাণ্ডার (আইএমএফ)-এর মত আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানগুলির অর্থনীতিবিদরা ইউপিআই-এর সাফল্য গভীরভাবে অধ্যয়ন করছেন। যে দেশটি দশকের পর দশক ধরে নগদ অর্থের উপর নির্ভরশীল ছিল, সেই দেশটি এখন ডিজিটাল পেমেন্ট বিপ্লবে বিশ্বের বাকি অংশকে নেতৃত্ব দিচ্ছে।

জানুন: ইউপিআই কী?

ইউনিফায়েড পেমেন্টস ইন্টারফেস (ইউপিআই) হল, এমন একটি ব্যবস্থা, যা একটি একক মোবাইল অ্যাপ্লিকেশনের মাধ্যমে একাধিক ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টকে সংযুক্ত করে। এটি ব্যক্তিদের অ্যাকাউন্ট নম্বর বা IFSC কোড মুখস্থ না করেই, শুধুমাত্র একটি ভার্চুয়াল ঠিকানা বা একটি কিউআর কোড ব্যবহার করে, বছরে ৩৬৫ দিন, ২৪/৭ তাৎক্ষণিকভাবে অর্থ পাঠাতে বা গ্রহণ করতে সক্ষম করে তোলে। এটি ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্কের নির্দেশনায় ন্যাশনাল পেমেন্টস কর্পোরেশন অফ ইন্ডিয়া (এনপিসিআই)-এর মাধ্যমে পরিচালিত হয়।

সংসদে নতুন আইন পাস

২০২৬ সালের আগস্টে, সংসদের উভয় কক্ষ 'কর এবং অন্যান্য আইন (সংশোধন) বিল, ২০২৬' অনুমোদন করে, যা পরবর্তীকালে রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মুর সম্মতি লাভ করে। এই বিলের একটি প্রধান অংশ হল, পেমেন্ট অ্যান্ড সেটেলমেন্ট সিস্টেমস আইন, ২০০৭-এর সংশোধন। এটি ইউপিআই-কে দেশজুড়ে আলোচনার কেন্দ্রে নিয়ে আসে।

আইনের মূল বিষয়গুলি সহজ ভাষায় ব্যাখ্যা করা হল:

- এই সংশোধনী পেমেন্ট অ্যান্ড সেটেলমেন্ট সিস্টেমস অ্যাক্ট, ২০০৭-কে পরিবর্তন করে; আগে, ব্যাঙ্ক এবং পেমেন্ট পরিষেবা প্রদানকারীদের ইউপিআই-এর মতো বিজ্ঞাপিত ইলেকট্রনিক পেমেন্ট মাধ্যমগুলিতে মার্চেন্ট ডিসকাউন্ট রেট (এমডিআর) ধার্য করা থেকে বিরত রাখা হয়েছিল।
- সংশোধনীর পরে সরকার ভবিষ্যতে বিজ্ঞপ্তি জারি করার ক্ষমতা পায়, যা ব্যাঙ্ক এবং পেমেন্ট পরিষেবা প্রদানকারীদের নির্দিষ্ট শ্রেণির বাণিজ্যিক লেনদেনের জন্য পরিষেবা চার্জ নির্ধারণ করার ক্ষমতা দেয়।
- অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামন সংসদে স্পষ্ট করেছেন যে, ইউপিআই সাধারণের জন্য সম্পূর্ণ বিনামূল্যে থাকবে, যেমনটা শুরু থেকেই ছিল এবং সাধারণ নাগরিকদের ইউপিআই-এর মাধ্যমে পেমেন্ট করার জন্য কোনও চার্জ দিতে হবে না।
- বলা হয়েছে যে সম্ভাব্য চার্জগুলি কেবলমাত্র নির্দিষ্ট বড় এবং নির্বাচিত বণিক শ্রেণীর সাথে জড়িত লেনদেনের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে, যার নির্দিষ্ট বিবরণ ভবিষ্যতে আলাদাভাবে বিজ্ঞপ্তি আকারে জানানো হবে।
- বিলটিতে কর সংক্রান্ত অন্যান্য বিভিন্ন বিষয়ও অন্তর্ভুক্ত রয়েছে, যেমন, বিদেশি বিনিয়োগ সহজতর করা, দেশীয় ইলেকট্রনিক্স উৎপাদনকে উৎসাহিত করা এবং অমসৃণ হীরার ব্যবসায় ছাড় প্রদান করা।
- সরকার বলছে যে, এই পদক্ষেপের উদ্দেশ্য হল, ইউপিআই-এর সাফল্য বজায় রেখে পেমেন্ট পরিমণ্ডলকে শক্তিশালী করা এবং এর স্থায়িত্ব নিশ্চিত করা, যার ফলে এই বিশাল পরিকাঠামো বজায় রাখার জন্য ব্যাঙ্ক এবং পরিষেবা প্রদানকারীদের হাতে প্রয়োজনীয় সম্পদ থাকবে।

ইউপিআই-এর যাত্রা শুরু হয়েছিল মুম্বইয়ে

১১ এপ্রিল, ২০১৬, ভারতের ডিজিটাল ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লেখা একটি তারিখ। এই দিনেই মুম্বইয়ে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের তৎকালীন গভর্নর ইউপিআই-এর পাইলট সংস্করণ চালু করেছিলেন। প্রথমে এটি ছিল কেবলমাত্র মুষ্টিমেয় কয়েকটি ব্যাঙ্ক এবং নির্বাচিত গ্রাহকদের মধ্যে সীমাবদ্ধ একটি পরীক্ষামূলক উদ্যোগ। ২৫ আগস্ট এটি সাধারণ মানুষের জন্য উন্মুক্ত করা হয়। খুব কম মানুষই কল্পনা করতে পেরেছিলেন যে, পরবর্তী এক দশকের মধ্যে এই প্ল্যাটফর্মটি দেশের প্রতিটি কোণে এবং সকলের হাতে থাকা মোবাইল ফোনে পৌঁছে যাবে। ন্যাশনাল পেমেন্টস কর্পোরেশন অফ ইন্ডিয়া (এনপিসিআই) রিজার্ভ ব্যাঙ্কের নির্দেশনায় এই ব্যবস্থাটি তৈরি করেছে। এর সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য কৃতিত্ব ছিল, বিভিন্ন ব্যাঙ্কের অ্যাকাউন্টগুলিকে একই মাধ্যমে সংযুক্ত করা।
একটি মাত্র মোবাইল অ্যাপ্লিকেশনের মাধ্যমে। কার্ড নম্বর

শক্তিশালী সুরক্ষা ব্যবস্থা

ইউপিআই-এর পরিধি যত বেড়েছে, তার সুরক্ষার ওপরও ততটাই জোর দেওয়া হয়েছে। সরকার, রিজার্ভ ব্যাঙ্ক এবং এনপিসিআই যৌথভাবে প্রতারণা রোধে ঝুঁকি-ভিত্তিক লেনদেনের সীমা নির্ধারণ করেছে। মোবাইল নম্বরে অননুমোদিত পরিবর্তন এবং SMS-ভিত্তিক যাচাইকরণের অপব্যবহার রোধে বিশেষ সুরক্ষা ব্যবস্থা চালু করা হয়েছে। লক্ষ লক্ষ ব্যবহারকারীর আস্থা বজায় রাখতে এনপিসিআই সম্প্রতি ইউপিআই-এর তথ্য সুরক্ষা এবং মোবাইল অ্যাপ্লিকেশন সুরক্ষার জন্য বিস্তৃত কাঠামোও প্রকাশ করেছে।

নিরাপদ এবং স্বচ্ছ পেমেন্ট...

- সেপ্টেম্বর ২০২৫-এ জারি করা একটি নির্দেশিকা অনুযায়ী, রিজার্ভ ব্যাঙ্ক ১ এপ্রিল, ২০২৬ থেকে ইউপিআই, ডেবিট/ ক্রেডিট কার্ড এবং মোবাইল ওয়ালেট সহ সমস্ত ডিজিটাল পেমেন্টের জন্য টু-ফ্যাক্টর অথেন্টিকেশন (2FA) বাধ্যতামূলক করেছে।
- এখন প্রতিটি লেনদেনকে অন্তত দুটি পৃথক এবং স্বাধীন পদ্ধতি দিয়ে যাচাই করতে হবে; যেমন, নিচের যে কোনও দুটি: পিন, পাসওয়ার্ড, ওটিপি বা বায়োমেট্রিক অথেন্টিকেশন।
- ফিশিং এবং SIM-সোয়্যাপিং-এর মতো প্রতারণার ঘটনা বৃদ্ধি পাওয়ায় এই পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে, যেখানে শুধুমাত্র ওটিপি-ভিত্তিক যাচাইকরণ অ-নিরাপদ প্রমাণিত হচ্ছিল।

রিজার্ভ ব্যাঙ্কের উদ্দেশ্য স্পষ্ট: সুরক্ষার একটি অতিরিক্ত স্তর যোগ করে অননুমোদিত লেনদেন রোধ করা এবং ডিজিটাল পেমেন্ট ব্যবস্থার প্রতি জনগণের আস্থা আরও দৃঢ় করা।

মুখস্থ করার বা অ্যাকাউন্ট নম্বর এবং IFSC কোড টাইপ করার ঝামেলার কোনও প্রয়োজন নেই। শুধুমাত্র একটি ভার্চুয়াল ঠিকানা বা একটি QR কোড দিয়ে, চোখের নিমেষে এক অ্যাকাউন্ট থেকে অন্য অ্যাকাউন্টে টাকা ট্রান্সফার হয়ে যায়। তাছাড়া, ইউপিআই এখন দেশে ইন্টারনেট সংযোগ ছাড়াই ব্যবহৃত হচ্ছে; 'UPI 123PAY'-এর মাধ্যমে, এর জন্য স্মার্টফোনেরও প্রয়োজন হয় না। ইউপিআই পেমেন্ট করতে হয়।

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী প্রায়ই গর্বের সঙ্গে বলেন যে, ইউপিআই-এর মাধ্যমে বিশ্বের মোট রিয়েল-টাইম ডিজিটাল পেমেন্টের প্রায় অর্ধেকই শুধু ভারতে হয়। তাঁর ভাষায়, এটি কেবল একটি প্রযুক্তিগত অর্জন নয়, বরং দেশের সক্ষমতা এবং আত্মনির্ভরতার প্রতীক।

গত এক দশকে ইউনিফায়েড পেমেন্টস ইন্টারফেস

ইউপিআই : শুধু পেমেন্টের চেয়েও বেশি — উদ্ভাবনের নতুন মুখ

ইউপিআই-এর যাত্রা এখানেই থেমে থাকবে না। সরকারের উদ্দেশ্য স্পষ্ট: আগামী এক দশকে নতুন ব্যবহারকারী এবং ব্যবসায়ীদের যুক্ত করে উদ্ভাবনের নতুন উচ্চতায় পৌঁছনো। শুধু গত এক বছরেই ইউপিআই অসংখ্য মাইলফলক স্থাপন করেছে। ২০২৫ সালের আগস্টে প্রথমবারের মত মাসিক লেনদেন ২,০০০ কোটির গণ্ডি অতিক্রম করেছে এবং ২০২৫ সালের ডিসেম্বরের মধ্যে সেই সংখ্যা আরও বেড়েছে। ২০২৫ সাল জুড়ে প্রতিদিন গড়ে ৬০ কোটি লেনদেন রেকর্ড করা হয়েছে।

> **পাড়ার সবজি বিক্রেতা থেকে শুরু করে গাড়ির শো-রুম পর্যন্ত, সব পেমেন্টই এখন কেবল একটি কিউআর কোড স্ক্যান করেই করা যায়। অনেক সময় আপনার মেয়ে হয়তো একটি কিউআর কোড শেয়ার করে বলবে, 'মা, বাবা, আমি এই জামাটা পছন্দ করেছি, আর তোমরা বাড়িতে বসেই ওর কেনাকাটার টাকা দিতে পারো।' এই উন্নয়নগুলো সত্যিই অসাধারণ। একবার ভাবুন তো - ২০১৪ সালের আগে কি এমনটা সম্ভব ছিল?**
>
> *নরেন্দ্র মোদী, প্রধানমন্ত্রী*

দিল্লির একজন পথ বিক্রেতা, তার সাউন্ডবক্সে পেমেন্ট নিশ্চিত হওয়ার শব্দ শুনে, হয়তো বুঝতেও পারেন না যে, এই সাধারণ সুবিধাটি একটি বিশ্বমানে পরিণত হয়েছে — যা আইএমএফ-এর মতো প্রতিষ্ঠানেরও স্বীকৃতি পেয়েছে। তবুও, দ্রুত, নিরাপদ এবং ক্যাশলেস লেনদেনের ওপর এই দৈনন্দিন নির্ভরতাই সত্যিই বিশ্বের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। ইউপিআই এখন আর কেবল একটি পেমেন্ট পদ্ধতি নয়; এটি ভারতীয় উদ্ভাবনের মুখ, অন্তর্ভুক্তিমূলক অগ্রগতির প্রতীক এবং নগদ-ভিত্তিক থেকে ডিজিটাল অর্থনীতিতে রূপান্তরিত হতে আগ্রহী দেশগুলির কাছে আশার আলো। যে ভারত একসময় ঘন্টার পর ঘন্টা লাইনে দাঁড়িয়ে থাকত, সে ভারত এখন একটি মাত্র কিউআর কোড স্ক্যান করে লেনদেন সম্পন্ন করে। এটি একটি নতুন ভারতের পেমেন্ট বিপ্লব — সহজ, সুরক্ষিত এবং সবার জন্য উন্মুক্ত।

(ইউপিআই) ভারতের আর্থিক চিত্রকে সম্পূর্ণভাবে বদলে দিয়েছে, ডিজিটাল অর্থনীতিকে এক নতুন দিকে পরিচালিত করেছে। অর্থ মন্ত্রকের তথ্য অনুযায়ী, ইউপিআই লেনদেনের পরিমাণে ঐতিহাসিক উত্থান দেখা গেছে, যা প্রায় ১৩,০০০ গুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। যেখানে একসময় মাত্র ১.৭৮ কোটি লেনদেন হতো

ইউপিআই-এর যাত্রা...

- **২০১৬:** ২০১৬ সালের এপ্রিল মাসে ২১টি সদস্য ব্যাঙ্ক নিয়ে পরীক্ষামূলকভাবে ইউপিআই চালু করা হয়েছিল।

- **আগস্ট ২০১৬:** সাধারণ মানুষের জন্য চালু করা হয়। ব্যাঙ্কগুলি তাদের ইউপিআই-সক্ষম মোবাইল অ্যাপ্লিকেশনগুলি গুগল প্লে স্টোর-এ উপলব্ধ করে।

- **BHIM অ্যাপ্লিকেশন:** ইউপিআই ব্যবহার করে ডিজিটাল পেমেন্ট সহজ করার জন্য ২০১৬ সালের ডিসেম্বরে চালু করা হয়েছিল।

- **ডায়নামিক কিউআর:** ২০১৭ সালে চালু হওয়া একটি খুচরা বাণিজ্যিক প্ল্যাটফর্ম, যা ডায়নামিক কিউআর কোডের মাধ্যমে ইউপিআই পেমেন্ট সক্ষম করে। এতে প্রেরকের তথ্য এবং সঠিক পরিমাণ অন্তর্ভুক্ত থাকে, ফলে ম্যানুয়ালি টাকার পরিমাণ লেখার প্রয়োজন হয় না।

- **ইউপিআই ২.০** ২০১৮ সালে উন্নত বৈশিষ্ট্য সহ চালু করা হয়েছিল, যাতে ডিজিটাল পেমেন্ট আরও সহজ, আরও নিরাপদ এবং আরও নির্বিঘ্ন হয়।

- ২০১৯ সালে, সেবি খুচরো ব্যক্তিগত বিনিয়োগকারীদের অনুমোদিত মধ্যস্থতাকারীদের মাধ্যমে আইপিও-র জন্য আবেদন করার সময় পেমেন্টের একটি বিকল্প হিসেবে ইউপিআই ব্যবহার করার অনুমতি দেয়।

- ২০১৯ সালের অক্টোবরে, ইউপিআই এক মাসে এক বিলিয়ন লেনদেনের মাইলফলক অর্জন করে, যা সারা দেশে এর দ্রুত গ্রহণযোগ্যতা প্রতিফলিত।

- ইউপিআই AutoPay চালু করা হয়েছিল সাবস্ক্রিপশন, ইউটিলিটি বিল, বীমা প্রিমিয়াম, SIPs এবং EMIs-এর জন্য পুনরাবৃত্তিমূলক ই-পেমেন্টে সহায়তা করার জন্য।

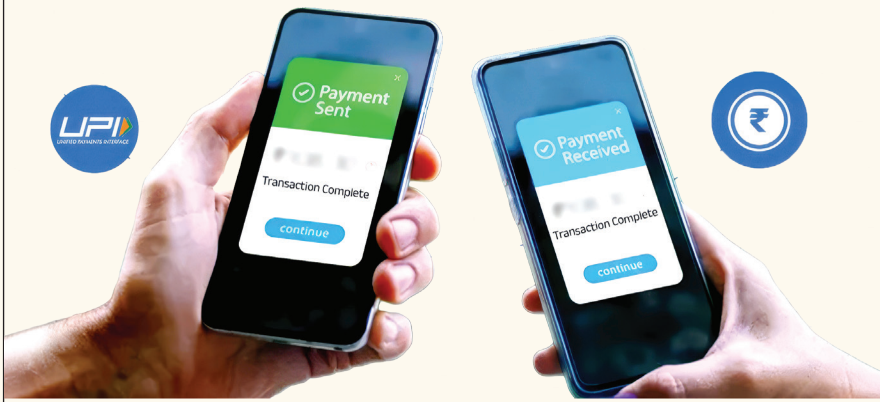

বার্ষিক লেনদেনের পরিমাণ (অর্থবর্ষ ২০১৬-১৭ থেকে অর্থবর্ষ ২০২৫-২৬ পর্যন্ত)

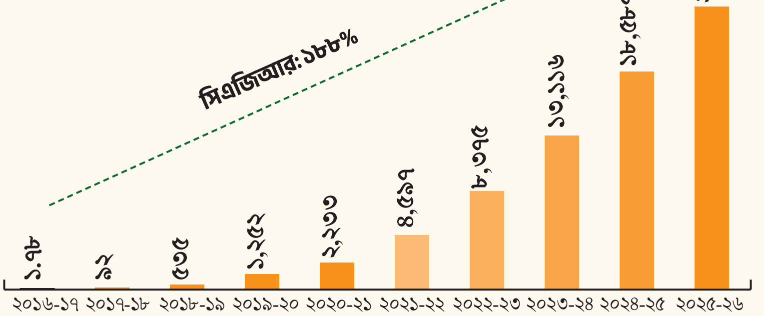

দ্রষ্টব্য: বার্ষিক ইউপিআই লেনদেনের পরিমাণ (কোটিতে)

২০১৬-১৭ অর্থবছরে ইউপিআই-এর মাধ্যমে যে লেনদেন রেকর্ড করা হয়েছিল, ২০২৫-২৬ সালের মধ্যে সেই সংখ্যা আকাশচুম্বী হয়ে ২৪,১৬২ কোটি ছাড়িয়ে গেছে। লেনদেনের পাশাপাশি মোট পরিমাণও ব্যাপক বৃদ্ধি পেয়েছে; এই সময়ের মধ্যে, ইউপিআই লেনদেনের মোট পরিমাণ ৭,০০০ কোটি টাকা থেকে বেড়ে ৩১৪ লক্ষ কোটি টাকায় পৌঁছেছে। এ ই অসাধারণ অগ্রগতি প্রমাণ করে যে, ইউপিআই কেবল একটি প্রযুক্তিগত বিকল্পের বাইরে বিকশিত হয়ে সাধারণ নাগরিক, ছোট ব্যবসায়ী এবং বড় ব্যবসায়ীদের সকলের জন্য দৈনন্দিন আর্থিক লেনদেনের মেরুদণ্ডে পরিণত হয়েছে।

ইউপিআই লেনদেনের সীমা বাড়িয়ে প্রতি লেনদেনে ৫ লক্ষ টাকা করা হয়েছে

- ‘UPI 123Pay’ চালু করার মাধ্যমে ‘ফিচার’ ফোন ব্যবহারকারীদের ডিজিটাল পেমেন্ট পরিমণ্ডলের আওতায় আনা হয়েছিল। এটি ইন্টারেক্টিভ ভয়েস রেসপন্স (আইভিআর) নম্বর, অ্যাপ-ভিত্তিক কার্যকারিতা, মিসড-কল-ভিত্তিক পদ্ধতি এবং প্রক্সিমিটি সাউন্ড-ভিত্তিক পেমেন্টের মাধ্যমে লেনদেনে সক্ষম।
- ইউপিআই-এর সাথে ক্রেডিট কার্ডের সংযুক্তিকরণ ব্যবহারকারীদের জন্য ডিজিটাল পেমেন্টের বিকল্পগুলিকে আরও প্রসারিত করেছে।
- ক্রেডিট লাইন অন ইউপিআই ২০২৩ সালে চালু করা হয়েছিল।
- ইউপিআই সার্কেল ২০২৪ সালে চালু করা হয়েছিল, যা প্রাথমিক ব্যবহারকারীদের পূর্ব-নির্ধারিত সীমার মধ্যে তাদের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে লেনদেন করার জন্য সেকেন্ডারি ব্যবহারকারীদের অনুমোদন করার সুযোগ দেয়।
- কর প্রদানের জন্য আরবিআই ২০২৪ সালে ইউপিআই লেনদেনের সীমা প্রতি লেনদেনে ১ লক্ষ টাকা থেকে বাড়িয়ে ৫ লক্ষ টাকা করেছে।
- ইউপিআই123Pay-এর জন্য প্রতি লেনদেনের সীমা বাড়িয়ে ১০,০০০ টাকা করা হয়েছে।

- ইউপিআই Lite ওয়ালেটের সীমা বাড়িয়ে ৫,০০০ টাকা করা হয়েছে, যেখানে প্রতি লেনদেনের সীমা বাড়িয়ে ১,০০০ টাকা করা হয়েছে।
- ইউপিআই-এর জন্য অন-ডিভাইস অথেন্টিকেশন ২০২৫ সালে চালু করা হয়েছিল, যা স্মার্টফোনের ফিঙ্গারপ্রিন্ট বা ফেস আনলকের মাধ্যমে পেমেন্ট করতে সক্ষম।

বার্ষিক লেনদেনের পরিমাণ (অর্থ বর্ষ ২০১৬-১৭ থেকে অর্থ বর্ষ ২০২৫-২৬ পর্যন্ত)

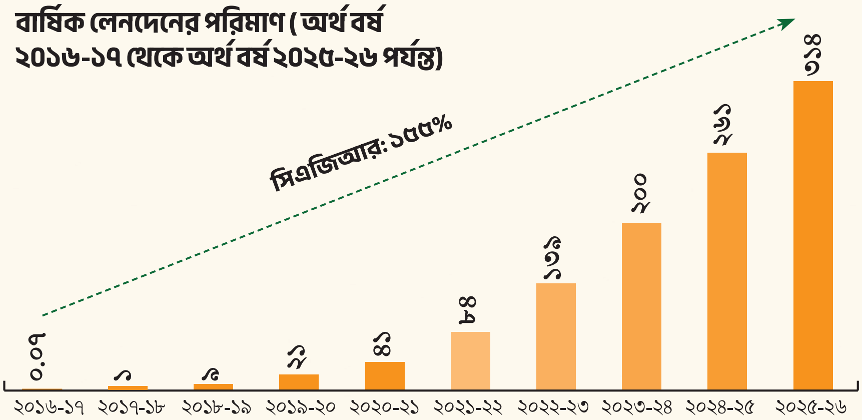

দ্রষ্টব্য: বার্ষিক ইউপিআই লেনদেনের পরিমাণ (লক্ষ কোটিতে)

ব্যবহারকারী-বান্ধব ইন্টারফেস, তাৎক্ষণিক পেমেন্টের সুবিধা, কোনো প্রত্যক্ষ খরচ না থাকা এবং ব্যাপক ডিজিটাল সংযোগের মত বিশেষত্বগুলি দ্রুত আর্থিক অন্তর্ভুক্তিকে ত্বরান্বিত করেছে, যা দেশের সবচেয়ে প্রত্যন্ত অঞ্চলেও পৌঁছে গেছে। সবজির ঠেলা থেকে শুরু করে বড় শপিং মল পর্যন্ত, কিউআর কোডের সর্বব্যাপী উপস্থিতি নগদের উপর নির্ভরতা ব্যাপকভাবে কমিয়ে দিয়েছে। ইউপিআই-এর এই দ্রুত অগ্রগতি শুধুমাত্র ভারতের ডিজিটাল পাবলিক ইনফ্রাস্ট্রাকচার (ডিপিআই)-এর দৃঢ়তাকেই প্রমাণ করেনি, সেইসঙ্গে ডিজিটাল পেমেন্টের ক্ষেত্রে দেশকে বিশ্বনেতা হিসেবেও প্রতিষ্ঠিত করেছে।

কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার সিদ্ধান্ত

চারটি মাল্টি-ট্র্যাকিং প্রকল্প এবং

একটি মহাসড়ক প্রকল্প অনুমোদিত

দেশের উন্নয়নের জন্য যেমন নতুন রেললাইন স্থাপন করা হচ্ছে, তেমনি কেন্দ্রীয় সরকারও সীমান্ত এলাকাগুলিতে সংযোগ সহজ করার জন্য নিরন্তর কাজ করে চলেছে। এই ব্যাপারে, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে ১৯ আগস্ট অনুষ্ঠিত কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার বৈঠকে পশ্চিমবঙ্গ, ওড়িশা, তামিলনাড়ু এবং অন্ধ্রপ্রদেশ জুড়ে আটটি জেলাকে অন্তর্ভুক্ত করে চারটি মাল্টি-ট্র্যাকিং প্রকল্পের প্রস্তাব অনুমোদন করা হয়েছে। এছাড়াও বিহারে জাতীয় মহাসড়ক (NH)-২২ এর মুজাফফরপুর-সীতামারী-সোনবারসা অংশটিকে চার লেনের মানে উন্নীত করার প্রস্তাবও অনুমোদিত হয়েছে...

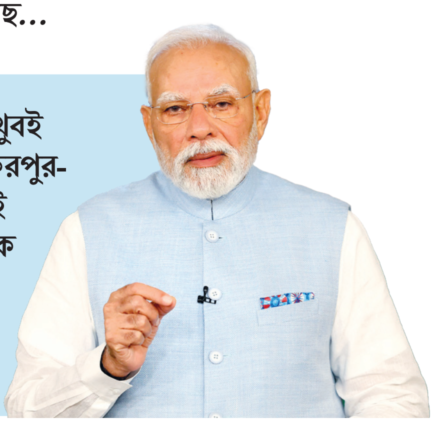

“বিহারের সার্বিক উন্নয়নের প্রচেষ্টায় যোগাযোগ ব্যবস্থার দ্রুত সম্প্রসারণ খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এই লক্ষ্যে, আজ আমাদের সরকার এনএইচ -২২ এর মুজাফফরপুর-সীতামারী-সোনবারসা অংশে একটি ৪-লেনের সড়ক নির্মাণের অনুমোদন দিয়েছে। এই প্রকল্পটি, যা সমগ্র রাজ্যের জন্য একটি জীবনরেখা হিসেবে প্রমাণিত হবে, অগ্রগতির এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা করতে চলেছে। এটা শুধু যাতায়াতের সময়ই বাঁচাবে না বরং অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড এবং পর্যটনকেও উৎসাহিত করবে।

- নরেন্দ্র মোদী, প্রধানমন্ত্রী

সিদ্ধান্তঃ বিহারের এনএইচ -২২ এর মুজাফফরপুর-সীতামারী-সোনবারসা অংশকে চার-লেনের মানে উন্নীত করার অনুমোদন।

প্রভাবঃ এই প্রকল্পটি হাইব্রিড অ্যানুইটি মোডে মোট ৩,৫৯০.৭৩ কোটি টাকা ব্যয়ে তৈরি করা হবে।

- এই প্রকল্পটি মুজাফফরপুর, মাকসুদপুর, রুন্নি সৈয়দপুর, থুম্মা, ডুমরা, ভুতাহি এবং সোনবারসার মতো ঘনবসতিপূর্ণ এলাকাগুলিতে যানজট কমাতে সাহায্য করবে।
- এটা যাত্রী ও পণ্য পরিবহণের দ্রুততর ও নিরাপদ চলাচল সহজতর করবে, ভ্রমণের কার্যকারিতা বাড়াবে এবং আঞ্চলিক সংযোগ শক্তিশালী করবে।
- উন্নত সংযোগ ব্যবস্থা বৌদ্ধ সার্কিট এবং সীতামারীর ঐতিহাসিক জানকী পুনৌরা ধাম মন্দিরের মতো গুরুত্বপূর্ণ সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় স্থানগুলিতে প্রবেশ আরও সহজ করবে।

সিদ্ধান্তঃ পশ্চিমবঙ্গ, ওড়িশা, তামিলনাড়ু এবং অন্ধ্রপ্রদেশ জুড়ে আটটি জেলায় চারটি রেলওয়ে মাল্টি-ট্র্যাকিং প্রকল্পের অনুমোদন।

প্রভাবঃ লাইনের ধারণ ক্ষমতা বৃদ্ধি পাওয়ায় চলাচল ব্যবস্থা উল্লেখ্যভাবে উন্নত হবে, যার ফলে ভারতীয় রেলের পরিচালনগত দক্ষতা এবং পরিষেবার নির্ভরযোগ্যতা বাড়বে। এই মাল্টি-ট্র্যাকিং প্রকল্পগুলি কার্যক্রমকে সুশৃঙ্খল করবে এবং যানজট কমাবে বলে আশা করা হচ্ছে।

- এই মাল্টি-ট্র্যাকিং প্রকল্পগুলি বিদ্যমান ভারতীয় রেল নেটওয়ার্কের সঙ্গে প্রায় ৪১০ কিলোমিটার লাইন যুক্ত করবে। এর ফলে প্রায় ৬০ লক্ষ সম্মিলিত জনসংখ্যার প্রায় ৬,৪৪৮টি গ্রামের সংযোগ উন্নত হবে।
- প্রকল্পগুলির মোট আনুমানিক ব্যয় ৯,৪৫০ কোটি টাকা এবং ২০৩০-৩১ সালের মধ্যে এটা সম্পন্ন হওয়ার কথা রয়েছে।

এই প্রকল্পগুলির মধ্যে রয়েছেঃ

- খড়গপুর-ভদ্রক (রানিতাল) চতুর্থ লাইন – ১৭৩ কিমি (পশ্চিমবঙ্গ এবং ওড়িশা)
- ভদ্রক-হরিদাসপুর চতুর্থ লাইন – ৭৫ কিমি (ওড়িশা)
- গুম্মিডিপুন্ডি-গুডুর তৃতীয় এবং চতুর্থ লাইন – ৯০ কিমি (অন্ধ্রপ্রদেশ এবং তামিলনাড়ু)
- কটক-পারাদ্বীপ (বড়বন্ধ) তৃতীয় এবং চতুর্থ লাইন – ৭২ কিমি (ওড়িশা)

মন্ত্রিসভার সিদ্ধান্তগুলির ওপর সাংবাদিক সম্মেলন দেখতে QR কোডটি স্ক্যান করুন

স্বাস্থ্য সুরক্ষায় এক ঐতিহাসিক বিপ্লব

'আয়ুষ্মান ভারত'
দ্বারা ক্ষমতায়িত এক নতুন ভারত

'আয়ুষ্মান ভারত যোজনা' সারা দেশের লক্ষ লক্ষ পরিবারের জন্য জীবন রক্ষাকারী হিসেবে প্রমাণিত হচ্ছে। ২০১৮ সালের ২৩ সেপ্টেম্বর চালু হওয়া এই প্রকল্পটি ৬০ কোটিরও বেশি নাগরিককে বছরে ৫ লক্ষ টাকা পর্যন্ত নগদবিহীন চিকিৎসার সুবিধা প্রদান করে। এখনও পর্যন্ত ৪৭০ মিলিয়নেরও বেশি আয়ুষ্মান কার্ড ইস্যু করা হয়েছে এবং ১১০মিলিয়নেরও বেশি রোগীকে বিনামূল্যে চিকিৎসা প্রদানের মাধ্যমে বহু পরিবার আর্থিক সংকট থেকে মুক্তি পেয়েছে। এই প্রকল্পটি একটি 'সুস্থ ও সমৃদ্ধ ভারত' এর স্বপ্নকে বাস্তবায়িত করছে...

এটা এমন একটা উদ্যোগ ছিল যা ভবিষ্যতের চাহিদা মূল্যায়ন করে এবং জনগণের জন্য উঁচুমানের ও সাশ্রয়ী স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করার ওপর দৃষ্টি দেয়। ফলে ভারত জনস্বাস্থ্য ব্যবস্থায় এক বিপ্লব দেখছে। এই প্রকল্পটি সুবিধাভোগীদের জন্য আর্থিক নিরাপত্তা এবং মর্যাদা নিশ্চিত করেছে।

নরেন্দ্র মোদী, প্রধানমন্ত্রী

একটা সময় ছিল যখন অসুস্থতা শুধু শরীরকেই পঙ্গু করতো না বরং পুরো পরিবারের আর্থিক মেরুদণ্ডকেও পঙ্গু করে দিত। দরিদ্রদের চিকিৎসার জন্য হাসপাতালের দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে তাদের জমি ও গয়না বন্ধক রাখতে হতো। কিন্তু সম্প্রতি, ভারত স্বাস্থ্য পরিষেবার ক্ষেত্রে এক নতুন যুগের সূচনা করেছে। আয়ুষ্মান ভারত প্রকল্প শুধু একটি সরকারি কর্মসূচি নয় বরং এটা সারা দেশের লক্ষ লক্ষ দরিদ্র ও সুবিধাবঞ্চিত পরিবারের জন্য মানসম্মত স্বাস্থ্য পরিষেবার নিশ্চয়তা হয়ে উঠেছে।

ইস্যু হওয়া আয়ুষ্মান কার্ড...

মোটঃ ৪৭.২৬+ কোটি

পুরুষ	মহিলা	অন্যান্য
২৩.৯১+ কোটি	২৩.৩৫+ কোটি	৩.৫৫+ লাখ

হাসপাতালে ভর্তি রোগীর সংখ্যা...

মোট **১১.৩৫+** কোটি

পুরুষ	মহিলা	অন্যান্য
৫.৪৬+ কোটি	৫.২৮+ কোটি	২৫.৬৮ কোটি

নিবন্ধিত হাসপাতাল...

মোট - ৩৮,৬৬৫

সরকারি	বেসরকারি
২০,৩৮২	১৮,২৮৩

এবি-পিএমজেএওয়াই সম্পর্কে কিছু গুরুত্বপূর্ণ তথ্য...

- আয়ুষ্মান ভারত-প্রধানমন্ত্রী জন আরোগ্য যোজনা (এবি- পিএমজেএওয়াই) ২০১৮ সালের ২৩ সেপ্টেম্বর ঝাড়খণ্ড থেকে চালু করা হয়েছিল।
- এই প্রকল্পটি স্বাস্থ্য বীমার ওপর সরকারি ব্যয় বাড়িয়ে পরিবারগুলির স্বাস্থ্য পরিষেবার খরচ কমাতে সাহায্য করেছে। ২০২৪-২৫ সালে পরিবারগুলি ১.২৫ লক্ষ কোটি টাকারও বেশি সাশ্রয় করেছে।
- ২০২৬-২৭ সালের জন্য এবি- পিএমজেএওয়াই -এর বাজেট বরাদ্দ বাড়িয়ে ৯,৫০০ কোটি টাকা করা হয়েছে, যা ২০২৫-২৬ অর্থবর্ষের তুলনায় ৫০০ কোটি টাকা বেশি।
- এই প্রকল্পটি সেকেন্ডারি এবং টারশিয়ারি হাসপাতালে চিকিৎসার জন্য প্রতি পরিবারকে প্রতি বছর ৫ লক্ষ টাকা পর্যন্ত স্বাস্থ্য বীমা কভারেজ প্রদান করে।
- ২০২৪ সালের মার্চ মাসে, এই প্রকল্পটি সম্প্রসারিত করে স্বীকৃত সামাজিক স্বাস্থ্য কর্মী (ASHA), অঙ্গনওয়াড়ি কর্মী এবং অঙ্গনওয়াড়ি সহায়কদের প্রায় ৩৭ লক্ষ পরিবারকে এর অন্তর্ভুক্ত করা হয়।
- ২০২৪ সালের অক্টোবরে এই প্রকল্পটি আরও সম্প্রসারিত করে ৪.৫ কোটি পরিবারের ৭০ বছর বা তার বেশি বয়সী ৬ কোটি প্রবীণ নাগরিককে তাদের আর্থ-সামাজিক অবস্থা নির্বিশেষে এর আওতায় আনা হয়।
- জাতীয় স্বাস্থ্য হিসাব অনুমান ২০২২-২৩ অনুসারে, মোট স্বাস্থ্য ব্যয়ের মধ্যে ব্যক্তিগত খরচের অংশ ২০১৪-১৫ সালের ৬২.৬ শতাংশ থেকে কমে ২০২২-২৩ সালে ৪৩.৪ শতাংশে দাঁড়িয়েছে।

গুরুতর অসুস্থতার চিকিৎসা থেকে শুরু করে অত্যাধুনিক অস্ত্রোপচার, ৫ লক্ষ টাকা পর্যন্ত বিনামূল্যে চিকিৎসা সাধারণ নাগরিককে মর্যাদার সঙ্গে বেঁচে থাকার অধিকার দিয়েছে। দেশ জুড়ে হাজার হাজার সরকারি ও বেসরকারি তালিকাভুক্ত হাসপাতালে প্রযুক্তি এবং স্বচ্ছতার সমন্বয়ের ফলে, গ্রাম এবং শহরের মানুষেরাও এখন একটি পয়সা খরচ না করে প্রধান প্রধান সরকারি ও বেসরকারি হাসপাতালে উচ্চমানের চিকিৎসা পাচ্ছেন। ৭০ বছরের বেশি বয়সী প্রবীণ নাগরিকদের এই সুরক্ষাজালে অন্তর্ভুক্ত করে প্রকল্পটি সংবেদনশীলতার এক নতুন দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে। আয়ুষ্মান ভারত প্রমাণ করেছে যে, যখন নীতি আন্তরিক উদ্দেশ্য নিয়ে জনকল্যাণে প্রোথিত হয়, তখন প্রতিটি নাগরিকের জন্য স্বাস্থ্যসেবার অধিকার নিশ্চিত করা সম্ভব।

পুষ্টিকর ভারত, সুস্থ ভারত

একটি ক্ষমতায়িত ও আত্মনির্ভরশীল জাতির ভিত্তি পুষ্ট এবং সুস্থ নাগরিকদের ওপরই নির্ভর করে। এই সংকল্প নিয়েই নারী ও শিশু উন্নয়ন মন্ত্রক প্রতি বছর সেপ্টেম্বর মাসে 'রাষ্ট্রীয় পোষণ মাহ' পালন করে। গণআন্দোলন হিসেবে পালিত নবম রাষ্ট্রীয় পোষণ মাসের মূল ভাবনা হলো "হামারি অঙ্গনওয়াড়ি হামারি জিম্মেদারি"।

এই জাতীয় প্রচার অভিযানটি শুধু পুষ্টি বিতরণের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়; এটা মাতৃ ক্ষমতায়নকে সামাজিক মালিকানার সঙ্গে যুক্ত করে একটি সুস্থ ও সক্ষম ভারত গড়ার পথ প্রশস্ত করে।

ভারতে অপুষ্টি দূরীকরণ এবং সামগ্রিক স্বাস্থ্য প্রসারের লক্ষ্যে পোষণ অভিযান একটি সফল গণআন্দোলন হিসেবে প্রমাণিত হয়েছে। ২০১৮ সালের মার্চ মাসে শুরু হওয়া নবম রাষ্ট্রীয় পোষণ মাহ ২০২৬-এর উদ্বোধন হয় ২০২৬ সালের ৯ সেপ্টেম্বর, বারাণসীর রুদ্রাক্ষ কনভেনশন সেন্টারে এবং এটা আগামী এক মাস ধরে চলবে।

খাদ্য তালিকায় শুধুমাত্র ক্যালরির চাহিদা পূরণ করাই যথেষ্ট নয়; প্রোটিন, মাইক্রোনিউট্রিয়েন্ট এবং খাদ্যের বৈচিত্র্য নিশ্চিত করা অপরিহার্য। 'মিশন সক্ষম অঙ্গনওয়াড়ি ও পোষণ ২.০'-এর অধীনে জারি করা সংশোধিত নির্দেশিকার মাধ্যমে অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রগুলিকে আরও স্বচ্ছ, জবাবদিহিমূলক এবং অংশগ্রহণমূলক করা হয়েছে। 'গরম রান্না করা খাবার' –এর জন্য মানদণ্ড স্থাপন করা হয়েছে এবং অঙ্গনওয়াড়ি স্তরে স্বচ্ছতা নিশ্চিত করার জন্য একটি 'এসএনপি মেনু বোর্ড' প্রদর্শন বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। রাষ্ট্রীয় পোষণ মাহ

৫টি প্রধান অগ্রাধিকার

পোষণ মাহ ২০২৬-এর জন্য...

১ খাদ্যের বৈচিত্র্য ও পর্যাপ্ত প্রোটিন

স্বাস্থ্যকর ও বৈচিত্র্যময় রান্নার প্রদর্শনীঃ অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রগুলিতে বিভিন্ন ধরণের খাদ্য, যেমন শস্য ও বাজরা, ডাল, শাকসবজি ও ফল, বাদাম ও বীজ, দুধ ও দুগ্ধজাত পণ্য এবং ডিম থেকে সংগৃহীত সাশ্রয়ী ও স্থানীয়ভাবে উপলব্ধ উপাদান ব্যবহার করে স্বাস্থ্যকর ও বৈচিত্র্যময় রান্নার সরাসরি প্রদর্শনীর আয়োজন করা।

পোষণ মেলা: ইন্টারঅ্যাক্টিভ ডিসপ্লে এবং খেলার মাধ্যমে স্থানীয় অতি পুষ্টিকর খাবারগুলি প্রদর্শন করা যায় এমন পোষণ মেলার আয়োজন করা। প্রোটিন সমৃদ্ধ খাবার সম্পর্কে সচেতনতামূলক কার্যক্রম পরিচালনা করা।

পোষণ বাটিকাঃ পোষণ বাটিকার উৎপাদিত পণ্য এবং স্থানীয়ভাবে উপলব্ধ মরশুমি খাবার প্রদর্শন করা এবং পারিবারিক খাবারে সেগুলির নিয়মিত ব্যবহারকে উৎসাহিত করা।

২ অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রগুলিতে তাজা গরম রান্না করা খাবার (এইচসিএম)

সাপ্তাহিক মেনু আবর্তনঃ রাজ্য/কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলিকে অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রগুলিতে সাপ্তাহিক মেনু আবর্তন চালু করতে উৎসাহিত করা উচিত, যাতে স্থানীয়ভাবে উপলব্ধ উপাদান, বাজরা, ডাল এবং মরশুমি সবজি ব্যবহার করে সপ্তাহের বিভিন্ন দিনে গরম রান্না করা খাবারের (এইচসিএম) একটি বৈচিত্র্যময় মেনু নিশ্চিত করা যায়।

গোষ্ঠীগত গরম রান্না করা খাবারের (এইচসিএম) স্বাদগ্রহণ পর্বঃ অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রগুলিতে অভিভাবক, পঞ্চায়েত, স্বনির্ভর গোষ্ঠী (এসএইচজি) এবং অঙ্গনওয়াড়ি পরিচালনা কমিটির অংশগ্রহণে এইচসিএম-এর গোষ্ঠীগত স্বাদগ্রহণ পর্বের আয়োজন করুন।

৩ সম্প্রদায়ের মালিকানা ও জবাবদিহিতা

অঙ্গনওয়াড়ি ব্যবস্থাপনা কমিটি (এএমসি) সক্রিয়করণঃ সম্প্রদায়ের অংশগ্রহণকে নেতৃত্ব দিতে, পুষ্টি পরিষেবা প্রদান পর্যালোচনা করতে এবং পোষণ মাসের কার্যক্রমকে সহায়তা করার জন্য সমস্ত অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রে এএমসি সক্রিয় করুন। এছাড়াও, পোষণ মাস চলাকালীন অন্তত একটি এএমসি সভা অনুষ্ঠিত হওয়া নিশ্চিত করুন।

এসএনপি মেনু বোর্ড প্রদর্শনঃ সুবিধাভোগীদের দিনভিত্তিক সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য সমস্ত অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রে এসএনপি মেনু বোর্ড স্থাপন নিশ্চিত করুন।

খাবারের গুণমান সম্পর্কে সম্প্রদায়ের পর্যবেক্ষণঃ খাবারের গুণমান ও পরিমাণ পর্যবেক্ষণে এএমসি এবং মায়েদের কমিটিকে সম্পৃক্ত করুন।

৪ পুষ্টি এবং প্রারম্ভিক শৈশবের বিকাশ

সংশোধিত গৃহ পরিদর্শন সময়সূচীঃ ০ থেকে ৩ বছর বয়সী শিশুদের জন্য ৩৪টি বিকাশগত মাইলফলকের ওপর ভিত্তি করে একটি সংশোধিত গৃহ পরিদর্শন সময়সূচীর বাস্তবায়ন।

প্রারম্ভিক শৈশবের যত্নঃ মস্তিস্কের বিকাশ এবং বিদ্যালয়ের জন্য প্রস্তুতিকে সহায়তা করার লক্ষ্যে প্রারম্ভিক শৈশবের যত্ন ও শিক্ষা কার্যক্রমের প্রচার।

সময়মত স্ক্রিনিং এবং রেফারেলঃ গ্রামীণ স্বাস্থ্য, স্যানিটেশন এবং পুষ্টি দিবস চলাকালীন রাষ্ট্রীয় বাল স্বাস্থ্য কার্যক্রমের মাধ্যমে শিশুদের সময়মত স্ক্রিনিং এবং রেফারেল।

৫ প্রধানমন্ত্রী মাতৃ বন্দনা যোজনার ১০টি সফল বছর

১০০% আওতাঃ সব যোগ্য গর্ভবতী এবং স্তন্যদাত্রী মহিলাদের নিবন্ধন দ্রুত সম্পন্ন করা, অমীমাংসিত মামলা নিষ্পত্তি করা এবং সরাসরি সুবিধা হস্তান্তরের (Direct Benefit Transfers) দ্রুত প্রক্রিয়াকরণ নিশ্চিত করার জন্য একটি বিশেষ অভিযান।

সচেতনতা এবং টুলকিটঃ প্রকল্পের যোগ্যতা ও কিস্তি সংক্রান্ত প্রচার এবং আঞ্চলিক ভাষায় 'PMMVY টুলকিট'-এর সূচনা।

২০২৬ শুধুমাত্র একটি সরকারি কর্মসূচি নয় বরং এটা গণ-অংশগ্রহণের একটা উদযাপন, যেখানে সমাজের প্রতিটি স্তর অঙ্গনওয়াড়ি পরিষেবা পর্যবেক্ষণ এবং সুষম পুষ্টি প্রসারে সরাসরি ভূমিকা পালন করবে। মস্তিষ্কের সর্বোত্তম বিকাশের জন্য জীবনের প্রথম ১,০০০ দিনে সঠিক পুষ্টি ও সংবেদনশীল যত্ন খুবই গুরুত্বপূর্ণ। ●

বৈশ্বিক প্রতিকূলতার মাঝেও অর্থনৈতিক ময়দানে ভারতের বিজয়

ভারতের ক্রমবর্ধমান অর্থনৈতিক আত্মবিশ্বাস...

অর্থনীতি ৭.৮% হারে বৃদ্ধি পেয়েছে

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে কেন্দ্রীয় সরকার নাগরিকদের জন্য অর্থনৈতিক সুযোগ সম্প্রসারণে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। অর্থনীতিকে ত্বরান্বিত করার জন্য বেশ কিছু সংস্কার বাস্তবায়ন করা হয়েছে। এই সংস্কার এবং দক্ষ ব্যবস্থাপনার ফলে, ভারতীয় অর্থনীতি আজ শুধু বিশ্বের দ্রুততম বর্ধনশীল অর্থনীতিই নয়, বৈশ্বিক প্রতিকূলতা সত্ত্বেও দ্রুতগতিতে এগিয়ে চলেছে। এপ্রিল-জুন ত্রৈমাসিকে ভারতীয় অর্থনীতির ৭.৮% বৃদ্ধির হার দেশের মানুষের সম্মিলিত শক্তির পরিচয় দেয়।

বৈশ্বিক প্রতিকূলতা এবং অনিশ্চয়তার মাঝেও ২০২৬-২৭ অর্থবর্ষে প্রথম ত্রৈমাসিকে ভারতীয় অর্থনীতির দ্রুত বৃদ্ধি অব্যাহত ছিল। পরিসংখ্যান ও কর্মসূচি বাস্তবায়ন মন্ত্রকের (MoSPI)একটি প্রতিবেদন অনুসারে, এপ্রিল-জুন ত্রৈমাসিকে অর্থনীতি ৭.৮% হারে বৃদ্ধি পেয়েছে। এই বৃদ্ধির হার ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্কের পূর্বাভাসকে ছাড়িয়ে গেছে; আরবিআই এই ত্রৈমাসিকের জন্য ৭% প্রবৃদ্ধির হার অনুমান করেছিল। তবে, ৩১ আগস্ট তথ্য প্রকাশিত হলে দেখা যায়, প্রবৃদ্ধি প্রত্যাশা ছাড়িয়ে গেছে। এক বছর আগে একই সময়ে ভারতের প্রবৃদ্ধির হার ছিল ৬.৯%।

ভারত আবারও উজ্জ্বল হয়ে উঠলো

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী চলতি অর্থবর্ষের প্রথম ত্রৈমাসিকে ৭.৮% মোট দেশজ উৎপাদন (জিডিপি) প্রবৃদ্ধির হার অর্জন করায় জাতিকে অভিনন্দন জানিয়েছেন। একটি ভিডিও বার্তায় তিনি জিডিপির এই শক্তিশালী পরিসংখ্যান তুলে ধরে বলেন, এটা দেশের ক্রমবর্ধমান অর্থনৈতিক আত্মবিশ্বাসকে প্রতিফলিত করে।

নাগরিকদের জন্য অর্থনৈতিক সুযোগ সম্প্রসারণে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ

এই সাফল্যের বিষয়ে মন্তব্য করতে গিয়ে অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামন বলেন যে, ২০২৬-২৭ অর্থবর্ষের প্রথম ত্রৈমাসিকে প্রকৃত জিডিপি ৭.৮% বৃদ্ধি পাবে বলে অনুমান করা হচ্ছে।

১০.৩% প্রবৃদ্ধির পূর্বাভাস দেওয়া হয়েছে একই সময়ে নামমাত্র জিডিপিতে।

৮.২% প্রবৃদ্ধি রেকর্ড করা হয়েছে প্রকৃত জিভিএ-তে।

তিনি এই অসাধারণ সাফল্যের কৃতিত্ব ভারতের জনগণ এবং তাদের কঠোর পরিশ্রমকে দিয়েছেন। সরকারের বাস্তবায়িত সংস্কার এবং দক্ষ অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনা ইতিবাচক ফল দিচ্ছে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে, কেন্দ্রীয় সরকার আমাদের সব নাগরিকদের জন্য অর্থনৈতিক সুযোগ সম্প্রসারণে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

৭.৮% অগ্রগতি। শক্তিশালী পরিসংখ্যান। আরও বেশি আত্মবিশ্বাস।

নরেন্দ্র মোদী, প্রধানমন্ত্রী

ভারতীয় অর্থনীতি ক্রমাগত শক্তিশালী হচ্ছে

কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ বলেছেন যে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর সরকারের নেতৃত্বে, বৈশ্বিক প্রতিকূলতা সত্ত্বেও ভারতীয় অর্থনীতি ক্রমাগত শক্তিশালী হচ্ছে। আরও একবার, বৈশ্বিক অনিশ্চয়তাকে অতিক্রম করে, ভারতীয় অর্থনীতি ২০২৬-২৭ অর্থবর্ষের প্রথম ত্রৈমাসিকে ৭.৮% জিডিপি প্রবৃদ্ধির হার অর্জন করেছে। এটা প্রধানমন্ত্রী মোদীর দূরদর্শী নেতৃত্বের একটি প্রমাণ, যা আমাদের জাতিকে এমন স্থিতিস্থাপকতা দিয়েছে যে আমরা বৈশ্বিক প্রতিকূলতার মাত্রা নির্বিশেষে সফল হয়ে উঠি। এই অসাধারণ অর্জনের জন্য আমি সব নাগরিককে আমার আন্তরিক অভিনন্দন জানাই।

২০২৬-২৭ অর্থবর্ষের প্রথম ত্রৈমাসিকে ভারতের চিত্তাকর্ষক ৭.৮% জিডিপি প্রবৃদ্ধি একটি উল্লেখ্য অর্জন। বৈশ্বিক অনিশ্চয়তা, তেলের মূল্যেরওঠানামা এবং সরবরাহ শৃঙ্খলে বিঘ্ন সত্ত্বেও জনগণের সম্মিলিত শক্তি নিশ্চিত করেছে যে ভারতের দ্রুত প্রবৃদ্ধি অব্যাহত থাকবে। তিনি মন্তব্য করেন যে হতাশাবাদীরা ভুল প্রমাণিত হয়েছেন এবং ভারত আবারও উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে।

মহাকাশ স্টার্টআপের সিইওদের সঙ্গে প্রধানমন্ত্রীর আলাপচারিতা

ভারতের যুব সমাজ মহাকাশে শক্তি

২১ আগস্ট, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী 'সেবা তীর্থ' –তে ২০টি মহাকাশ স্টার্টআপের প্রধানদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন এবং তাদের উদ্ভাবনী পরীক্ষা-নিরীক্ষার প্রশংসা করেন। তিনি ছোটদের মধ্যে মহাকাশ বিজ্ঞানের প্রতি আগ্রহ জাগিয়ে তোলার জন্য স্টার্টআপগুলিকে 'অটল টিঙ্কারিং ল্যাবস'-এর সঙ্গে সহযোগিতা করার আহ্বানও জানান।

দেশের অভ্যন্তরে উদ্ভাবনকে উৎসাহিত করতে কেন্দ্রীয় সরকার মহাকাশ ক্ষেত্রকে বেসরকারি অংশগ্রহণের জন্য উন্মুক্ত করে দিয়েছে। এই সিদ্ধান্তে শিল্পমহল বেশ উৎসাহিত, কারণ এটা উদ্ভাবনের পাশাপাশি নতুন কর্মসংস্থানের সুযোগও তৈরি করছে। মহাকাশ স্টার্টআপগুলির সিইও এবং প্রতিষ্ঠাতাদের সঙ্গে কথাবার্তার সময় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী উল্লেখ করেন যে, অসংখ্য সংস্থা নতুন প্রযুক্তি গ্রহণ করতে এবং ভারতের ক্রমবর্ধমান বেসরকারি মহাকাশ ক্ষেত্রের সুবিধাগুলি কাজে লাগাতে গভীর আগ্রহ দেখিয়েছে। প্রধানমন্ত্রী বলেন, শিল্পমহলের এই আত্মবিশ্বাস মহাকাশ ক্ষেত্রকে বেসরকারি অংশগ্রহণের জন্য উন্মুক্ত করার পিছনের উদ্দেশ্যকে আরও শক্তিশালী করেছে।

প্রধানমন্ত্রী মোদী মহাকাশ সংস্থাগুলিকে তাদের প্রযুক্তির নতুন প্রয়োগ অন্বেষণ করতে এবং মানুষের জীবনকে সহজ করার দিকে মনোযোগ দিতে বলেন। তিনি এই সংস্থাগুলিকে ছোটদের ও তরুণদের মধ্যে মহাকাশ সম্পর্কে কৌতূহল জাগিয়ে তুলতে 'অটল টিঙ্কারিং ল্যাবস'-এর সঙ্গে সহযোগিতা করার জন্য আহ্বান জানান।

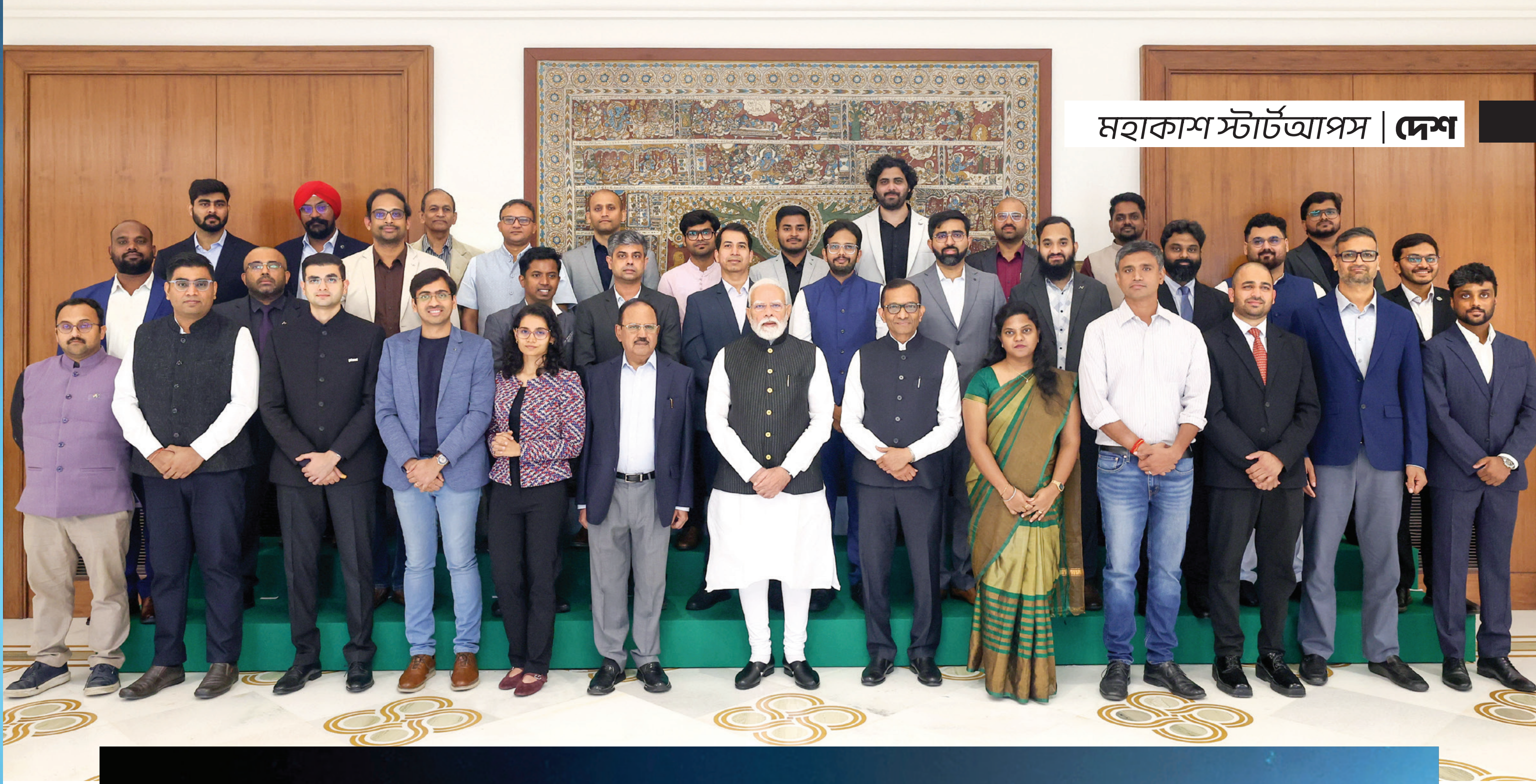

> ব্যয়ের দিক থেকে আমরা অত্যন্ত প্রতিযোগিতামূলক; আমাদের প্রতিভার গুণমান নিয়ে কোন প্রশ্নই ওঠে না; এবং আমাদের দেশের মানুষের ঝুঁকি নেওয়ার সহজাত উচ্চ ক্ষমতা রয়েছে। এই কারণে, আমরা দ্রুত নিজেদের জন্য একটা গুরুত্বপূর্ণ অবস্থান তৈরি করে নিতে পারি।
>
> *নরেন্দ্র মোদী, প্রধানমন্ত্রী*

এই স্টার্টআপগুলির প্রতিষ্ঠাতা এবং সিইওরা এই আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন

এই আলোচনায় মহাকাশ ক্ষেত্রে কর্মরত ২০টি স্টার্টআপের সিইও এবং প্রতিষ্ঠাতারা অংশগ্রহণ করেন, যার মধ্যে রয়েছে স্কাইরুট অ্যারোস্পেস, অগ্নিকুল কসমস, পিক্সেল, ধ্রুবা স্পেস, গ্যালাক্সি, পিয়ারসাইট, বেলাট্রিক্স অ্যারোস্পেস, দিগন্তারা, স্যাটশিওর, সুহোরা টেকনোলজিস, মানস্ত স্পেস, অ্যাস্ট্রোবেস, টেকমিটুস্পেস, ভায়োমিক, কসমোসার্ভ স্পেস, অরবিটএইড অ্যারোস্পেস, স্কাইসার্ভ (হাইস্পেস), সেরেন্ডিপিটি স্পেস, ভ্যাসার ল্যাবস এবং মিস্টইও।

আস্থা তৈরির প্রচেষ্টা

আলোচনার সময় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী মন্তব্য করেন, "আপনারা একটি নতুন ক্ষেত্রে সাহস দেখিয়েছেন; সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো আপনারা সরকারের ওপর আস্থা রেখেছেন। আমি সবসময় এই মত পোষণ করি যে, গৃহীত সিদ্ধান্তে অবিচল থাকা উচিত। ঘন ঘন সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করা উচিত নয়, যাতে ঝুঁকি নিতে ইচ্ছুক যে কেউ আশ্বস্ত বোধ করেন – এই জেনে যে, তাদের নিজেদের ভুলের কারণে কিছু ভুল হলেও, তাদের পরিত্যাগ করা হবে না। এই আস্থার অনুভূতি গড়ে তোলাই ছিল আমাদের লক্ষ্য।"

বিদেশে থাকা মানুষ ফিরছেন

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী বলেন যে, এর লক্ষ্য হলো বহু মানুষকে স্পেস স্টার্টআপের জগতের সঙ্গে যুক্ত করা এবং যে ব্যক্তিরা বিদেশে গিয়েছিলেন তারা এখন ফিরছেন। আমি বিশ্বাস করি, আমাদের এমন একটা পরিবেশ তৈরি করা উচিত যেখানে সারা বিশ্বের মানুষ অনুভব করবে যে, যদি তারা কেরিয়ার গড়তে চায়, তবে তাদের ভারতে এসে কোন ভারতীয় স্টার্টআপে যোগ দেওয়া উচিত। আমি নিশ্চিত যে, আপনাদের প্রচেষ্টার মাধ্যমে আমরা চুম্বকের মতো সমগ্র প্রতিভাকে আকর্ষণ করতে পারবো; এটা আমাদের শক্তির এক বিরাট উৎস হয়ে উঠতে পারে।

ইকোনমিক টাইমস ওয়ার্ল্ড লিডারস ফোরাম ২০২৬

সংস্কার... বাধ্যবাধকতা নয়, বরং একটি অঙ্গীকার এবং দৃঢ় প্রত্যয়

ভারত বর্তমানে সাতটি প্রধান ক্ষেত্রের ওপর ব্যাপকভাবে মনোযোগ দিচ্ছেঃ উৎপাদন, কৃষি ও খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ, প্রযুক্তি ও উদ্ভাবন, গতি শক্তি, প্রতিরক্ষা সক্ষমতা, সবুজ ও নীল অর্থনীতি এবং সফট পাওয়ার। এই কারণেই ভারত আমাদের ভবিষ্যৎ সুরক্ষিত করার জন্য পরবর্তী প্রজন্মের নীতি সংস্কার বাস্তবায়ন করছে; শাসনব্যবস্থা এবং 'জীবনযাত্রার সহজীকরণ' –এর ক্ষেত্রেও সংস্কার চলছে। ২১ আগস্ট 'ইকোনমিক টাইমস ওয়ার্ল্ড লিডারস ফোরাম ২০২৬'-এ ভাষণ দিতে গিয়ে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী বলেন, এই সংস্কারগুলি আমাদের জন্য কোন বাধ্যবাধকতা নয় বরং এটা একটা অঙ্গীকার এবং দৃঢ় প্রত্যয়ের বিষয়।

প্রতিটি সংস্কার মানসিকতার পরিবর্তনের মাধ্যমেই শুরু হয়। একসময় যেখানে উৎপাদন বৃদ্ধিকে শাস্তি হিসেবে গণ্য করা হতো, সেখানে আজ কেন্দ্রীয় সরকার উৎপাদন বাড়ানোর জন্য প্রণোদনা দিয়ে থাকে। বিশ্ব এখন পিএলআই (প্রোডাকশন লিঙ্কড ইনসেন্টিভ) প্রকল্পের সাফল্য প্রত্যক্ষ করছে। 'ইকোনমিক টাইমস ওয়ার্ল্ড লিডারস ফোরাম ২০২৬'-এ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী উল্লেখ করেন যে, শুধুমাত্র এই একটি প্রকল্পের মাধ্যমেই প্রায় ২.৫ লক্ষ কোটি টাকার প্রকৃত বিনিয়োগ হয়েছে। এর ফলে উৎপাদন ও বিক্রয় ২২ লক্ষ কোটি টাকা ছাড়িয়ে গেছে এবং রপ্তানি ১৫ লক্ষ কোটি টাকা অতিক্রম করেছে, পাশাপাশি ১৪ লক্ষেরও বেশি প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ কর্মসংস্থান সৃষ্টি হয়েছে। অতীতে, 'লাইসেন্স রাজ' যুগের 'শাস্তিমূলক মডেল' বেকারত্বকে আরও বাড়িয়ে তুলেছিল; এর বিপরীতে, আজকের 'প্রণোদনামূলক মডেল' লক্ষ লক্ষ নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টি করছে।

আজ দেশে দ্রুত উন্নয়ন ও সংস্কার চলছে, কারণ ভারত রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা এবং নীতির ধারাবাহিকতা উপভোগ করছে। অতীতে সংস্কারের ঘোষণা করা হতো

কিন্তু পরিবর্তীতে তা বিস্মৃত হয়ে যেত। প্রধানমন্ত্রী মোদী বলেছেন যে, শাসনব্যবস্থা-স্তরের সংস্কারের ওপর প্রাথমিক মনোযোগ দিয়ে সংস্কারের জন্য একটি সুস্পষ্ট রূপরেখা তৈরি করা হয়েছে। এটা অর্জনের জন্য, একুশ শতক শুধুই নিয়মকানুন পরিবর্তন করছে না বরং এর পিছনের সম্পূর্ণ দর্শনকেই রূপান্তরিত করছে। আগে নিয়ন্ত্রক পদ্ধতিটি ছিল "অনুমতি ছাড়া নিষিদ্ধ" – অর্থাৎ সরকারি অনুমোদন ছাড়া কোন কাজ করা যেত না। আমরা এই পদ্ধতিকে "নিষিদ্ধ না হলে অনুমোদিত" – অর্থাৎ যদি কোন কাজ আইন দ্বারা স্পষ্টভাবে নিষিদ্ধ না হয়, তবে প্রতিটি পদক্ষেপে অনুমতির প্রয়োজন হবে না। এর অন্তর্নিহিত যুক্তিটি সহজবোধ্যঃ সরকার এবং নাগরিকের মধ্যে সম্পর্ক বিশ্বাসের ওপর প্রতিষ্ঠিত হওয়া উচিত, সন্দেহের ওপর নয়।

ক্রমবিকাশমান ভারতের পরিচয়

দিল্লি-মিরাট নমো ভারত র‍্যাপিড রেল করিডরে ট্রেনগুলি ঘন্টায় ১৬০ কিমি গতিতে চলছে। আজ পর্যন্ত, ৪০ মিলিয়নেরও বেশি যাত্রী এই নেটওয়ার্কে ভ্রমণ করেছেন, যার সময়ানুবর্তিতার হার ৯৯.৯%। সময় বদলে গেছে। একইভাবে, দিল্লি মেট্রোও ৯৯.৯% সময়ানুবর্তিতার হার বজায় রাখে, যা এটাকে নিউইয়র্ক, হংকং এবং প্যারিসের মতো শহরের মেট্রো ব্যবস্থার সমতুল্য করে তুলেছে।

ক্রমবর্ধমান প্রতিরক্ষা রপ্তানি

ভারতের পারমাণবিক শক্তি ক্ষেত্রে বেসরকারি ক্ষেত্রের অংশগ্রহণের পথ খুলে গেছে। একইভাবে, প্রতিরক্ষা ক্ষেত্রে একটি বড় নীতি সংস্কার বাস্তবায়িত হয়েছে, যা দুই শতাব্দীরও বেশি সময় ধরে প্রচলিত একটি ব্যবস্থাকে আমূল পরিবর্তন করেছে। ৪০টিরও বেশি অর্ডন্যান্স ফ্যাক্টরিকে একীভূত করে সাতটি স্বতন্ত্র সত্তা গঠন করা হয়েছে। আজ, ভারত তার প্রতিরক্ষা চাহিদা মেটাতে আত্মনির্ভরশীল হয়ে উঠছে এবং ২০১৪ সালের তুলনায় প্রতিরক্ষা রপ্তানি ৫৫ গুণ বৃদ্ধি পেয়েছে।

সীমান্ত পরিকাঠামোর রূপান্তর

আজ সীমান্ত এলাকায় সড়ক, সেতু এবং টানেলের নেটওয়ার্ক দ্রুত প্রসারিত হচ্ছে। শুধুমাত্র ২০২৪ এবং ২০২৫ সালেই, বিআরও (বর্ডার রোড অর্গানাইজেশন) –এর ২৫০টি পরিকাঠামো প্রকল্প জাতির উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করা হয়েছে। মানসিকতার এই পরিবর্তন সীমান্ত পরিকাঠামোর চিত্রকে বদলে দিয়েছে।

কোটি কোটি যাত্রীর অভিজ্ঞতা উন্নত করার এক অভিযান

২০১৪ সালের আগে ট্রেনে যেখানে প্রায় ১২,০০০ বায়ো-টয়লেট স্থাপন করা হয়েছিল, তারপর থেকে ৩,৬০,০০০-এরও বেশি স্থাপন করা হয়েছে। অন্যভাবে বলতে গেলে, এই বায়ো-টয়লেটগুলির ৯৭ শতাংশেরও বেশি গত ১২ বছরে স্থাপন করা হয়েছে। এই রূপান্তর শুধু পরিচ্ছন্নতার মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়; এটা যাত্রীদের মর্যাদা, স্বাস্থ্যবিধি এবং একটি আধুনিক ভারত গড়ার ওপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করে শাসনের একটি নতুন মডেলের প্রতিনিধিত্ব করে। এটা কোটি কোটি যাত্রীকে একটি উন্নততর অভিজ্ঞতা প্রদানের একটি অভিযানও বটে।

আগামী দিনে, 'জীবনযাত্রার সহজতা' এবং 'ব্যবসা করার সহজতা' আরও প্রসারিত হবে। আমাদের সরকার দেশের যুবক, নারী ('নারী শক্তি'), কৃষক, দরিদ্র এবং মধ্যবিত্তদের জন্য অক্লান্তভাবে কাজ করে যাবে। আমাদের 'সংস্কার এক্সপ্রেস' আরও বেশি গতিতে এগিয়ে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত।

নরেন্দ্র মোদী, প্রধানমন্ত্রী

'খেলো ইন্ডিয়া ডায়ালগ'-এ যুবকদের উদ্দেশ্যে ভাষণ দিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী

ক্রীড়াঃ যুবশক্তিকে একত্রিত করার একটি অভিযান

ভারতে ক্রীড়া নিয়ে আলোচনা শুধু পদক জেতার মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়; বরং, এটা এক উন্নত ভারত গড়ার লক্ষ্যে দেশের ক্রীড়ানৈপুণ্য এবং যুবশক্তিকে কাজে লাগানোর একটি অভিযান। খেলাধুলা আমাদের শুধু মাঠে জেতার কৌশলই শেখায় না, এটা জীবনে এগিয়ে যাওয়ার সাহসও জোগায়। এই কারণেই কেন্দ্রীয় সরকার দেশজুড়ে একটি ক্রীড়া সংস্কৃতিকে উৎসাহিত করার জন্য ব্যাপকভাবে কাজ করছে। এই উদ্যোগের অংশ হিসেবে, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ২৭ আগস্ট 'খেলো ইন্ডিয়া ডায়ালগ'-এ যুবকদের উদ্দেশ্যে ভাষণ দেন...

একটি সুস্থ সমাজ, একটি শক্তিশালী পারিবারিক ব্যবস্থা এবং একটি উন্নত কর্মসংস্কৃতির জন্য 'ক্রীড়াসুলভ মনোভাব' অপরিহার্য। খেলার মাঠে পা না রাখলে এই মনোভাব গড়ে তোলা কঠিন। খেলাধুলা আমাদের শুধু চ্যাম্পিয়ন হতে শেখায় না, বরং আরও ভালো প্রতিযোগী হতেও শেখায়। উত্থান, পতন এবং আবার উঠে দাঁড়ানো – খেলাধুলা আমাদের অন্তরে এই মনোভাবই সঞ্চারিত করে। 'খেলো ইন্ডিয়া ডায়ালগ'-এ যুবকদের উদ্দেশ্যে ভাষণ দেওয়ার সময় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী মন্তব্য করেন, "গত ১৫ আগস্ট, আমি লালকেল্লা থেকে জাতির সামনে ভারতের ক্রীড়া-দৃষ্টিভঙ্গি তুলে ধরেছিলাম। আমি সবসময় বলেছিঃ 'যারা খেলে, তারাই বিকশিত হয়' (জো খেলে, উয়ো খিলে)। আর খেলাধুলায়

প্রধানমন্ত্রী মোদীর সম্পূর্ণ কর্মসূচি দেখতে QR কোডটি স্ক্যান করুন।

> **সরকার ভারতে একটি আধুনিক, ২১ শতকের ক্রীড়া পরিমণ্ডল তৈরিতে সম্পূর্ণরূপে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। আজ সারা দেশে ক্রীড়া বিশ্ববিদ্যালয় থেকে শুরু করে আধুনিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র পর্যন্ত এমন এক ব্যবস্থা গড়ে তোলা হচ্ছে, যা প্রতিভা সনাক্তকরণ থেকে শুরু করে তাকে বিশ্বমঞ্চে তুলে ধরা পর্যন্ত প্রতিটি পর্যায়ে সহায়তা প্রদান করে।**
>
> *- নরেন্দ্র মোদী, প্রধানমন্ত্রী*

‘বিকশিত ভারত’ বাস্তবায়নের চালিকাশক্তি হলো নতুন ধারণা

‘খেলো ইন্ডিয়া ডায়ালগ’ শুধুমাত্র খেলাধুলা নিয়ে আলোচনার একটি কর্মসূচি নয়; এটা একটা সংলাপের মঞ্চ, যেখানে প্রতিটি ধারণাই দেশের ক্রীড়া-দৃষ্টিভঙ্গীকে একটি নতুন দিকে চালিত করতে পারে। তরুণদের সঙ্গে অনুষ্ঠিত এই আলোচনা অংশগ্রহণকারীদের ধারণা ও আকাঙ্ক্ষাকে দেশের স্বপ্নের সঙ্গে একসূত্রে গাঁথার একটি শক্তিশালী মাধ্যম হিসেবে কাজ করে। এই কর্মসূচির মাধ্যমে ক্রীড়া পরিমণ্ডল, প্রতিভা বিকাশ, শাসনব্যবস্থা এবং একটি উন্নত ভারত বিষয়ে তরুণদের ভাবনা ও পরামর্শ শোনা হচ্ছে এবং তা নীতি নির্ধারণ প্রক্রিয়ায় অন্তর্ভুক্ত করা হবে। প্রধানমন্ত্রী মোদী সবাইকে এই মঞ্চের সবচেয়ে অর্থবহ ব্যবহার করতে এবং নতুন ধারণাকে উঠে আসতে দেওয়ার জন্য আহ্বান জানিয়েছেন। তিনি জোর দিয়ে বলেন যে, তরুণদের কাছ থেকে আসা এই নতুন ধারণাই এক উন্নত ভারত বাস্তবায়নের চালিকাশক্তি হয়ে উঠবে।

৫,০০০

এর বেশি তরুণ বিভিন্ন স্থানে খেলাধুলা নিয়ে তাদের ভাবনা ও স্বপ্ন ভাগ করে নিয়েছেন।

‘যুব সংবাদ’ – খেলো ইন্ডিয়া উদ্যোগের অধীনে ‘যুব সংবাদ’ পাঁচটি মূল বিষয়ের ওপর আলোকপাত করেছিলঃ খেলাধুলা, অলিম্পিকের আকাঙ্ক্ষা, যুব নেতৃত্ব, একটি উন্নত ভারত এবং মাদকমুক্ত যুবসমাজ।

বিশ্বের দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তন

যখন একজন ক্রীড়াবিদ সফল হন, সেই সাফল্য শুধুই তার একার নয়; এটা তার পরিবারের পরিচয় গঠন করে এবং তার মর্যাদা বৃদ্ধি করে। এটা তার পড়াশোনার স্কুল ও কলেজের সুনাম বাড়ায় এবং তার জেলা ও রাজ্যের পরিচয়কে শক্তিশালী করে। মূল কথা হলো, বিশ্ব সেই ক্রীড়াবিদের নামেই শহর বা রাজ্যটিকে চিনতে শুরু করে। আর যখন কোন অঞ্চল অসংখ্য সাফল্যের মাধ্যমে বিশ্ব ক্রীড়া মানচিত্রে উজ্জ্বল হয়ে ওঠে, তখন সেই শহর সম্পর্কে বিশ্বের দৃষ্টিভঙ্গিও বদলে যায়।

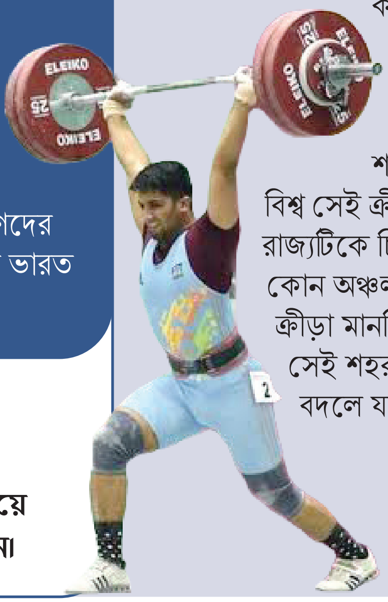

‘বিকশিত হওয়া’ মানে শুধু মাঠে জয়লাভ করা নয়; এটা একজনের ব্যক্তিত্ব ও পরিবারের বিকাশের পাশাপাশি দেশের গৌরব বৃদ্ধিকেও বোঝায়।”

খেলাধুলা একটা উন্নত জীবনের নিশ্চয়তা দেয়। এটা আমাদের উন্নত জীবনযাপনের জন্য সুস্থ রাখে এবং আমাদের জীবনযাত্রার মান উন্নত করে। খেলাধুলার আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ সুবিধা হলোঃ প্রকৃত ক্রীড়াবিদরা মাদক ও নেশাজাতীয় দ্রব্যের অপব্যবহার থেকে দূরে থাকার ইচ্ছাশক্তি গড়ে তোলে। যে সময়ে যুবসমাজ মাদকাশক্তির ব্যাপক চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি, সেই সময়ে এই সমস্যা মোকাবিলায় খেলাধুলাও একটি অর্থবহ ভূমিকা পালন করে।

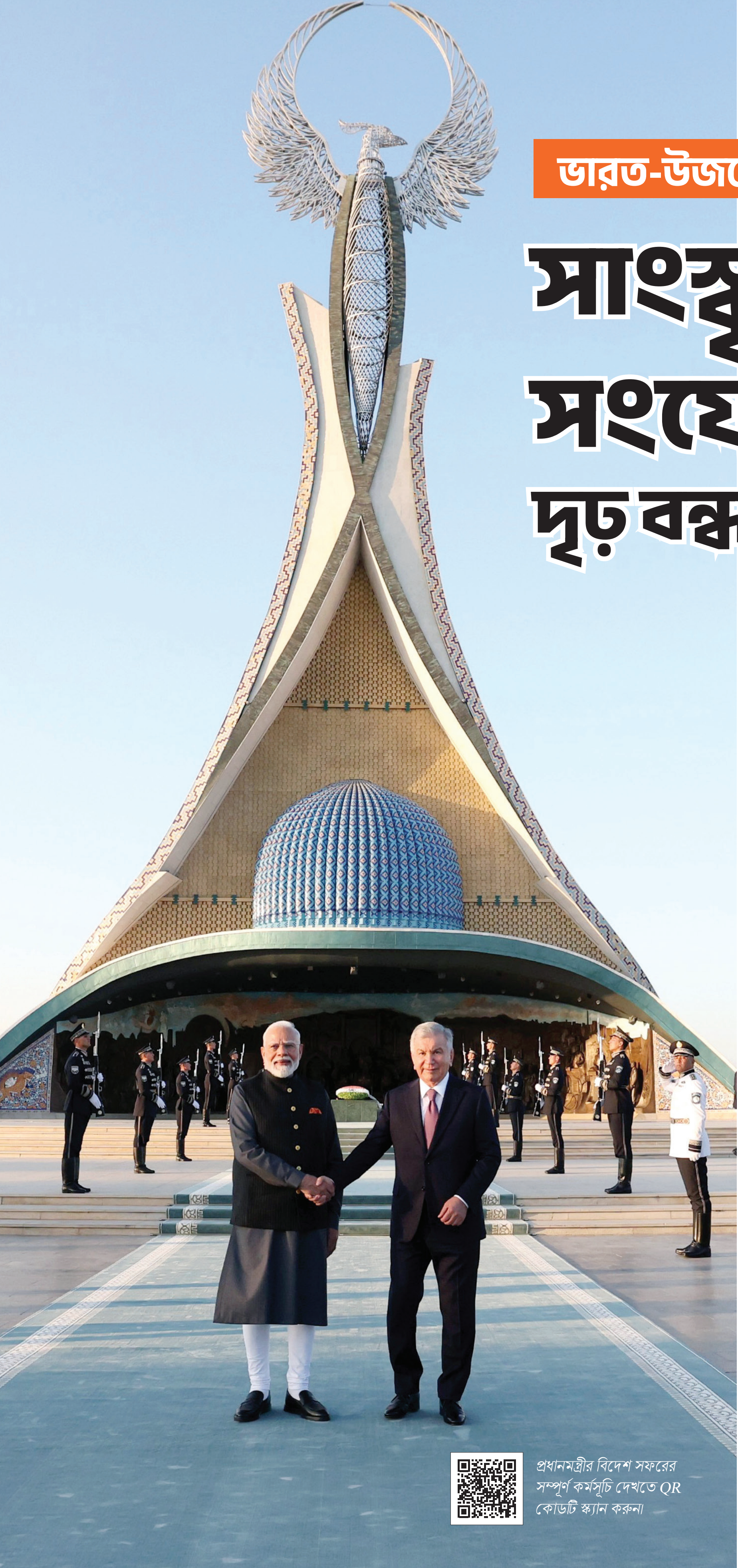

ভারত-উজবেক-কিরগিজ সম্পর্ক

সাংস্কৃতিক সংযোগের দৃঢ় বন্ধন

২৯ আগস্ট থেকে ১ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর উজবেকিস্তান ও কিরগিজস্তান সফরটি ছিল অপরিসীম কূটনৈতিক তাৎপর্যপূর্ণ, যা ভারত এবং মধ্য এশিয়ার দেশগুলির মধ্যে ঐতিহাসিক সম্পর্ককে নতুন গতি দিয়েছে। এই সফরের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল বাণিজ্য, বিনিয়োগ, প্রতিরক্ষা, জ্বালানি এবং শিক্ষার মতো গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রগুলিতে দ্বিপাক্ষিক সহযোগিতা প্রসারিত করা। এর পাশাপাশি, সন্ত্রাসবাদ, বিচ্ছিন্নতাবাদ এবং চরমপন্থার চ্যালেঞ্জ থেকে মুক্ত করা এবং এই অঞ্চলের নিরাপত্তা সংক্রান্ত উদ্বেগ নিরসন করাও এর লক্ষ্য ছিল। এছাড়াও, সাংহাই সহযোগিতা সংস্থা (এসসিও) শীর্ষ সম্মেলনে ভারতের সক্রিয় অংশগ্রহণ আঞ্চলিক সংলাপ এবং বহুপাক্ষিক অংশীদারিত্বে নতুন শক্তি সঞ্চার করেছে।

প্রধানমন্ত্রীর বিদেশ সফরের সম্পূর্ণ কর্মসূচি দেখতে QR কোডটি স্ক্যান করুন।

ভারত ও উজবেকিস্তানের মধ্যেকার ঐতিহাসিক ও সাংস্কৃতিক সম্পর্কের ওপর ভিত্তি করে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এবং রাষ্ট্রপতি শাভকাত মিরজিওয়েভ ২০২৬ থেকে ২০৩০ সাল পর্যন্ত একটি সাংস্কৃতিক বিনিময় কর্মসূচি এবং আর্কাইভ ক্ষেত্রে উজবেকিস্তান-ভারত সহযোগিতাকে স্বাগত জানিয়েছেন। দুই নেতা বিশ্ব ঐতিহ্য স্থানগুলির সংরক্ষণ,গবেষণা এবং পুনরুদ্ধারের জন্য গবেষণা প্রতিষ্ঠান, মিউজিয়াম এবং বিশেষজ্ঞদের মধ্যে সহযোগিতা বৃদ্ধির ওপর জোর দিয়েছেন। এই প্রচেষ্টার আওতায় সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের ডিজিটাইজেশন, থ্রিডি মডেলিং এবং আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার অন্তর্ভুক্ত থাকবে। এই প্রসঙ্গে, তাঁরা 'ফায়াজ টেপা' এবং 'কারাতেপা'-র মতো প্রাচীন বৌদ্ধ স্থানগুলির সংরক্ষণ ও পুনরুদ্ধারের জন্য সম্পাদিত চুক্তিরও প্রশংসা করেছেন।

ভারত-উজবেকিস্তান সম্পর্কের গুরুত্ব এ থেকেই স্পষ্ট যে, এটা ছিল প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর চতুর্থ সফর; গত এক দশকে তিনি দেশটির রাষ্ট্রপতির সঙ্গে দশবারেরও বেশি সাক্ষাৎ করেছেন। এই বছর দুই দেশের কৌশলগত অংশীদারিত্বের ১৫তম বার্ষিকী। ফলে, দুই দেশ তাদের সম্পর্ককে 'ব্যাপক কৌশলগত অংশীদারিত্ব'-এর পর্যায়ে উন্নীত করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। ভবিষ্যতের কথা মাথায় রেখে, তারা ডিজিটাল গণ-পরিকাঠামো, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা, গুরুত্বপূর্ণ খনিজ, স্বচ্ছ শক্তি, মহাকাশ এবং পারমাণবিক শক্তির মতো ক্ষেত্রগুলিতে সহযোগিতা বাড়াতে সম্মত হয়েছে। দুই দেশ নিজ নিজ অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়ে খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে একে অপরকে সমর্থন করবে। তারা ঐতিহ্যবাহী চিকিৎসা ক্ষেত্রেও সহযোগিতা করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। দুই দেশ উজবেকিস্তানের বৌদ্ধ ঐতিহ্যবাহী স্থানগুলি সংরক্ষণের জন্য একসঙ্গে কাজ করবে। উজবেকিস্তানে হিন্দি ভাষার প্রসারের জন্য বৃত্তিও ঘোষণা করা হয়েছে। সম্পর্ককে আরও জোরদার করতে খেলাধুলার প্রতি আরও মনোযোগ দেওয়া হবে; কুরাশ এবং কাবাডির মতো ঐতিহ্যবাহী খেলাগুলি এই অংশীদারিত্বকে নতুন উচ্চতায় নিয়ে যাবে।

দুই নেতা মধ্য এশিয়ার ক্রমবর্ধমান গুরুত্ব স্বীকার করেছেন। বর্তমান জটিল ভু-রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে, তাঁরা একটি মুক্ত, উন্মুক্ত এবং নিয়মভিত্তিক আন্তর্জাতিক ব্যবস্থা সমুন্নত রাখার প্রয়োজনীয়তার ওপর জোর দিয়েছেন। তাঁদের শক্তিশালী কৌশলগত অংশীদারিত্ব এবং বিদ্যমান চুক্তিগুলির ওপর ভিত্তি করে, দুই দেশ ভবিষ্যৎ প্রজন্মের কল্যাণে দীর্ঘমেয়াদী সহযোগিতার প্রতি তাঁদের

প্রধানমন্ত্রী মোদীকে উজবেকিস্তানের সর্বোচ্চ সন্মান

দুই দেশের মধ্যে বন্ধুত্ব জোরদার করার ক্ষেত্রে অবদানের স্বীকৃতি হিসেবে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে উজবেকিস্তানের রাষ্ট্রপতি শাভকাত মিরজিওয়েভ ওলি দারাজালি দোস্তলিক" (সর্বোচ্চ বন্ধুত্বের পদক) প্রদান করেন। এটা বিদেশী নেতাদের জন্য উজবেকিস্তানের সর্বোচ্চ সন্মান। প্রধানমন্ত্রী মোদী এই সন্মানকে দুই দেশ ও সভ্যতার মধ্যে স্থায়ী বন্ধুত্বের প্রতীক হিসেবে বর্ণনা করেছেন।

প্রধানমন্ত্রীর বিদেশ সফরের সম্পূর্ণ কর্মসূচি দেখতে QR কোডটি স্ক্যান করুন।

লাল বাহাদুর শাস্ত্রী বৃত্তি ঘোষণা

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী তাশখন্দে প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী লালা বাহাদুর শাস্ত্রীর স্মৃতিসৌধে শ্রদ্ধা নিবেদন করেছেন। তিনি তাশখন্দ স্টেট ইউনিভার্সিটি অফ ওরিয়েন্টাল স্টাডিজও পরিদর্শন করেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের মহাত্মা গান্ধী কেন্দ্রে প্রধানমন্ত্রী মোদী ভারততত্ত্ববিদ ও পন্ডিতদের সঙ্গে মতবিনিময় করেন। তাঁর রাষ্ট্রীয় সফরকালে প্রধানমন্ত্রী উজবেক শিক্ষার্থীদের হিন্দি ভাষা অধ্যায়নের জন্য 'লালা বাহাদুর শাস্ত্রী বৃত্তি' ঘোষণা করেন। এই বছর বিশ্ববিদ্যালয়টিতে হিন্দি শিক্ষাদানের ৮০ বছর পূর্ণ হলো। উজবেক এবং হিন্দি ভাষায় ৩,০০০-এরও বেশি অভিন্ন শব্দ রয়েছে।

অঙ্গীকার পুনর্ব্যক্ত করেছে। এছাড়াও, তাঁরা বাণিজ্য, বিনিয়োগ, পরিবহণ সংযোগ,ডিজিটাল প্রযুক্তি (আইটি, এআই, মহাকাশ, সাইবার নিরাপত্তা), জ্বালানি, অত্যাবশ্যকীয় খনিজ, খাদ্য নিরাপত্তা, স্বাস্থ্যসেবা, ওষুধ শিল্প এবং শিক্ষাসহ বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রে রাজনৈতিক সংলাপ ও পারস্পরিক অংশীদারিত্ব জোরদার করতে সম্মত হয়েছেন।

নিচের বিষয়গুলিতে চুক্তি সম্পাদিত হয়েছে...

- ২০২৬-৩০ সালের জন্য ভারত ও উজবেকিস্তানের মধ্যে সাংস্কৃতিক বিনিময় কর্মসূচি।
- তেরমেজের ফায়াজ টেপা এবং কারাতেপা নামে প্রাচীন বৌদ্ধ স্থানগুলির সংরক্ষণ ও পুনরুদ্ধারের জন্য একটি অভিপ্রায় পত্রে স্বাক্ষর।
- আর্কাইভ ক্ষেত্রে সহযোগিতার চুক্তি।
- আয়ুর্বেদ ও অন্যান্য ঐতিহ্যবাহী চিকিৎসা পদ্ধতির ক্ষেত্রে সহযোগিতার চুক্তি।
- ভূতত্ত্ব এবং খনিজ সম্পদ ক্ষেত্রে সহযোগিতার চুক্তি।
- ২০২৬-২৮ সালের জন্য পর্যটন ক্ষেত্রে সহযোগিতার অংশীদারিত্ব।
- অর্থনৈতিক ও আর্থিক সংলাপের চুক্তি।
- পরিবেশ সুরক্ষার ক্ষেত্রে সহযোগিতা।
- শিক্ষা এবং বৈজ্ঞানিক গবেষণা ক্ষেত্রে সহযোগিতার চুক্তি।

ঘোষণাগুলি...

- ভারত-উজবেকিস্তান কৌশলগত অংশীদারিত্বকে একটি পূর্ণাঙ্গ কৌশলগত অংশীদারিত্বের পর্যায়ে উন্নীত করা।
- আরাল সাগর অঞ্চলে বৃক্ষরোপণের জন্য ১ মিলিয়ন মার্কিন ডলারের অনুদান।
- হিন্দি ভাষার জন্য লালা বাহাদুর শাস্ত্রী বৃত্তি।
- তাশখন্দ স্টেট ইউনিভার্সিটি অফ ওরিয়েন্টাল স্টাডিজ-এ আইসিসিআর সংস্কৃত চেয়ার।
- উজবেকিস্তানের ব্যবসায়ীদের অর্থ প্রদানের জন্য ভারতের ইউপিআই অ্যাপকে জাতীয় কিউআর কোড (কিউআর-ইউজেড) স্ক্যান করার সুবিধা প্রদান।
- দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য ১ বিলিয়ন মার্কিন ডলারের গণ্ডি অতিক্রম করেছে এবং ২০৩০ সালের মধ্যে তা ৫ বিলিয়ন মার্কিন ডলারে পৌঁছানোর লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে।

এসসিও শীর্ষ সম্মেলন

স্বপ্নকে বাস্তবে রূপ দেওয়ার সময়

২৬তম এসসিও শীর্ষ সম্মেলনে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী বলেছেন যে, গত ২৫ বছরে এসসিও সহযোগিতার একটি শক্তিশালী ভিত্তি তৈরি করেছে। এখন, আগামী ২৫ বছরের জন্য সংস্থাটির লক্ষ্য হওয়া উচিৎ এই সহযোগিতাকে বাস্তব ফলাফলে রূপান্তরিত করা। প্রধানমন্ত্রী মোদী পূর্ববর্তী এসসিও বৈঠকে তুলে ধরা ভারতের রূপকল্পের তিনটি স্তম্ভ - এস (সিকিওরিটি), সি (কানেক্টিভিটি) এবং ও (অপরচুনিটি) –এর ওপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন। তিনি জোর দিয়ে বলেন যে, এখন শুধু রূপকল্পের বাইরে গিয়ে এই ক্ষেত্রগুলিতে বাস্তব ফলাফল অর্জন করার সময় এসেছে...

- **শান্তি ও নিরাপত্তাঃ** সন্ত্রাসবাদ আজও সমগ্র মানবজাতির জন্য একটি গুরুতর প্রতিবন্ধকতা। কার্যকরভাবে এর মোকাবিলা করতে হলে, আমাদের অবশ্যই প্রতিক্রিয়াশীল মানসিকতার উর্ধ্বে উঠে এর সমগ্র বাস্তুতন্ত্রকে ভেঙে ফেলতে হবে। যেসব দেশ সন্ত্রাসবাদকে রাষ্ট্রীয় নীতির হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করে বা সন্ত্রাসবাদীদের নিরাপদ আশ্রয় দেয়, তাদের কাছে একটা কঠোর বার্তা পৌঁছে দিতে হবে। পশ্চিম এশিয়ার সংকট দেখিয়েছে যে, একটি অঞ্চলের সংঘাত সেখানেই সীমাবদ্ধ থাকে না; এটা বৈশ্বিক জ্বালানি নিরাপত্তা, সামুদ্রিক বাণিজ্য এবং সরবরাহ শৃঙ্খলকে প্রভাবিত করে। এই পরিণতির প্রধান শিকার হয় গ্লোবাল সাউথ। তাই, ভারত ধারাবাহিকভাবে বলে আসছে যে, সব উত্তেজনা ও সংঘাতের সমাধান শুধু সংলাপ এবং কূটনীতির মাধ্যমেই সম্ভব, যুদ্ধক্ষেত্রে নয়।

- **শক্তিশালী ও নির্ভরযোগ্য সংযোগঃ** ভারত এমন সব উদ্যোগকে সমর্থন করে যা বাজারকে সংযুক্ত করে, বাণিজ্য সহজতর করে এবং প্রবৃদ্ধির নতুন পথ খুলে দেয়। তবে, এইসব প্রচেষ্টায় সব দেশের সার্বভৌমত্ব ও ভূখণ্ডগত অখণ্ডতার প্রতি সম্মান প্রদর্শন সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ। এটাই এসসিও সনদের মূল চেতনা।

> **মাদক পাচার শুধু একটা অপরাধ নয় বরং এটা তরুণ প্রজন্ম এবং আঞ্চলিক নিরাপত্তার জন্য একটি গুরুতর হুমকি। নিরাপত্তা হুমকি, সংগঠিত অপরাধ, তথ্য নিরাপত্তা এবং মাদক দ্রব্যের মতো চ্যালেঞ্জ মোকাবিলার জন্য এসসিও কাঠামোর অধীনে যে কেন্দ্রগুলি স্থাপন করা হচ্ছে, তা একটা ইতিবাচক পদক্ষেপ।**
>
> *নরেন্দ্র মোদী, প্রধানমন্ত্রী*

- **সুযোগঃ** জনগণের পারস্পরিক সম্পর্কই সর্বশ্রেষ্ঠ সম্পদ। ভারতের জন্য, এসসিও হলো মহান সভ্যতা, সংস্কৃতি এবং ধারণার এক মিলনস্থল। আগামী পঁচিশ বছরে, এসসিও-কে অবশ্যই সদস্য দেশগুলির নাগরিকদের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ককে তার সহযোগিতার কেন্দ্রবিন্দুতে স্থাপন করতে হবে। এটাই নিরাপত্তা, সংযোগ এবং সুযোগের প্রকৃত অর্থকে মূর্ত করে তোলে।

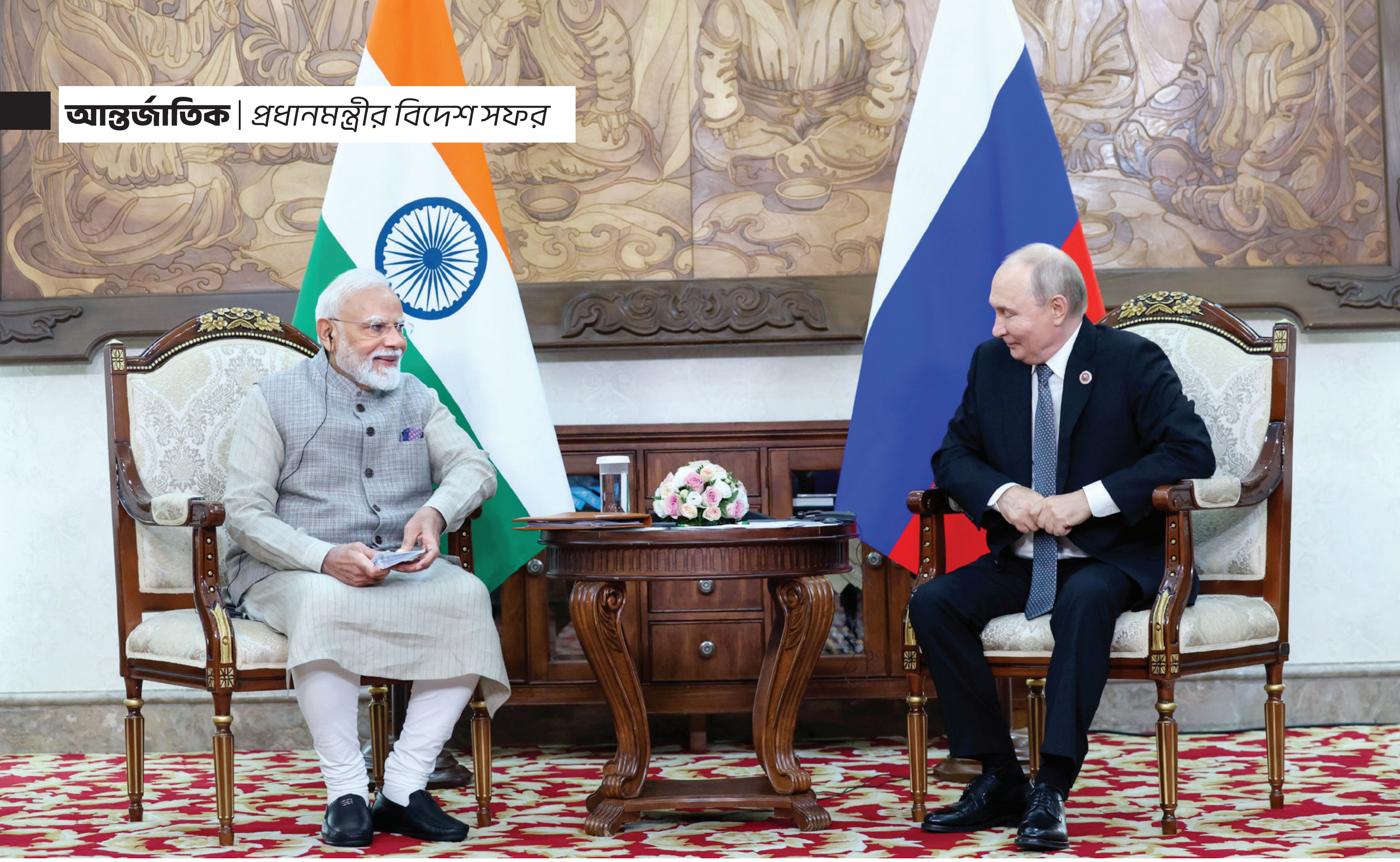

প্রধানমন্ত্রী ও রুশ প্রেসিডেন্টের মধ্যে বৈঠক

ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এবং রুশ রাষ্ট্রপতি ভ্লাদিমির পুতিন বিশকেকে অনুষ্ঠিত ২৬তম এসসিও শীর্ষ সম্মেলনের ফাঁকে সাক্ষাৎ করেছেন। বৈঠকে দুই নেতা পারস্পরিক স্বার্থসংশ্লিষ্ট গুরুত্বপূর্ণ আঞ্চলিক ও বৈশ্বিক বিষয় নিয়ে মতবিনিময় করেন। এই আলোচনার মধ্যে ছিল পশ্চিম এশিয়া এবং কৃষ্ণ সাগর অঞ্চলে চলমান সংঘাত, যা সামুদ্রিক বাণিজ্য এবং ভারতীয় নাবিকদের নিরাপত্তাকে প্রভাবিত করেছে। প্রধানমন্ত্রী পুনর্ব্যক্ত করেন যে, সংঘাত নিরসনের সঠিক পথ হলো সংলাপ ও কূটনীতি। দুই নেতা তাদের দেশগুলির মধ্যে 'বিশেষ ও সুবিধাপ্রাপ্ত কৌশলগত অংশীদারিত্ব' আরও শক্তিশালী করতে একসঙ্গে কাজ করতে সম্মত হন। এই বছর দুই নেতার মধ্যে এটাই ছিল প্রথম বৈঠক। এসসিও শীর্ষ সম্মেলন চলাকালীন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী আরও কয়েকটি দেশের রাষ্ট্রপ্রধানদের সঙ্গেও সাক্ষাৎ করেন এবং দ্বিপাক্ষিক ও বৈশ্বিক উভয় বিষয় নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন।

উদ্যোগগুলিঃ
ভারত এসসিও কাঠামোর অধীনে স্টার্ট-আপ ফোরাম, তরুণ লেখক সম্মেলন এবং তরুণ বিজ্ঞানী ফোরাম চালু করেছে।

২০টিরও বেশি সিদ্ধান্তঃ বিশকেক ঘোষণা ছাড়াও এই শীর্ষ সম্মেলনে চারটি সমঝোতা চুক্তি (মউ) এবং কুড়িটিরও বেশি সিদ্ধান্ত ও বিবৃতি গৃহীত হয়েছে, যা জলবায়ু পরিবর্তন, পারমাণবিক নিরাপত্তা, শক্তি সংরক্ষণ এবং মাদকাসক্তি প্রতিরোধের মতো ক্ষেত্রগুলিকে অন্তর্ভুক্ত করে।

ক্রুজ পরিকাঠামোর সশক্তিকরণ

ভারতে ১১১টি জাতীয় জলপথের এক বিস্তৃত নেটওয়ার্ক বর্তমান। ২০,০০০ কিলোমিটার জুড়ে এই নেটওয়ার্ক ছড়িয়ে রয়েছে ২৩টি রাজ্য এবং চারটি কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে। বর্তমানে ৩২টি জাতীয় জলপথ চালু। কেন্দ্রীয় সরকারের সূচনা করা পাঁচ-বছরের নির্দিষ্ট লক্ষ্য নিয়ে 'ক্রুজ ভারত মিশন' ৩০ সেপ্টেম্বর দুই বছর পূর্ণ করবে। সরকার ঘোষণা করেছে আগামী পাঁচ বছরে পর্যায়ক্রমে ২০টি নতুন জাতীয় জলপথ চালু করার পরিকল্পনা। আসুন দেখে নেওয়া যাক, কীভাবে ভারতের জলপথে ক্রুজ পর্যটন এবং নৌচলাচলের উন্নয়ন ঘটছে।

দেশে ক্রুজ পর্যটনের প্রভূত সম্ভাবনাকে ফলপ্রসূ করে তুলতে ক্রুজ ভারত মিশনের লক্ষ্য ২০২৯-এর মধ্যে ক্রুজ যাত্রীর সংখ্যা দ্বিগুণ করার মাধ্যমে দেশের ক্রুজ পর্যটন শিল্পকে গতি দেওয়া। এছাড়া, এর লক্ষ্য আগামী পাঁচ বছরে ১০টি সি ক্রুজ টার্মিনাল, ১০০টি রিভার ক্রুজ টার্মিনাল এবং ৫টি মেরিনা স্থাপন করা। গত ১২ বছরে সি ক্রুজ যাত্রীর সংখ্যা ৩০০ শতাংশেরও বেশি হারে বেড়েছে; ২০১৪-১৫-য় ১.০৮ লক্ষ থেকে ২০২৫-২৬-এ বেড়ে হয়েছে ৪.৬২ লক্ষ। এর থেকে বোঝা যায়, আগামী এক দশকে ভারতীয় ক্রুজ বাজার আটগুণ বৃদ্ধি পেতে পারে। মিশনের প্রথম পর্যায়ে দ্রুত কাজ হচ্ছে সমীক্ষা, মূল পরিকল্পনা, প্রতিবেশী দেশগুলির সঙ্গে ক্রুজ সংক্রান্ত অংশীদারিত্ব এবং চালু টার্মিনালগুলির আধুনিকীকরণ নিয়ে। পরবর্তী দুটি পর্যায়ে, সরকার বর্তমান অর্থবছর ২০২৬-২৭-এর জন্য বাজেটে ১৯টি নতুন জলপথ চালু করার রূপরেখা প্রকাশ করেছে।

ক্রুজ ভারত মিশন এবং মেরিটাইম ইন্ডিয়া ভিশন ২০৩০-এর মতো প্রধান উদ্যোগের মাধ্যমে সরকার একটি শক্তিশালী ভিত স্থাপন করছে ভারতকে আন্তর্জাতিক ক্রুজ গন্তব্যস্থল হিসেবে প্রতিষ্ঠা করার জন্য। কেরালার শান্ত ব্যাকওয়াটার থেকে প্রাচীন গঙ্গা, যমুনা ও ব্রহ্মপুত্র নদীর বিশাল বিস্তৃতি পর্যন্ত, ক্রুজ পর্যটন শুধুমাত্র নতুন অর্থনৈতিক সম্ভাবনার দরজা খুলে দিচ্ছে তাই নয়, কর্মসংস্থান তৈরির সুযোগও বৃদ্ধি করছে।

ক্রুজ পর্যটনের প্রসারে পদক্ষেপ

- পর্যটন মন্ত্রক ভারতীয় বন্দরগুলিতে ক্রুজ জাহাজগুলির জন্য এসওপি-৩ জারি করেছে।
- বিশাখাপত্তনম (সেপ্টেম্বর ২০২৩), মুম্বাই (সেপ্টেম্বর ২০২৫) এবং চেন্নাই (জুন ২০২৬)-তে আন্তর্জাতিক ক্রুজ টার্মিনালগুলিকে উন্নত করে চালু করা হয়েছে।
- পূর্ব উপকূল ক্রুজ সার্কিটকে প্রসারিত করা হয়েছে পুদুচেরিকে অন্তর্ভুক্ত করতে।
- নয়টি ক্রুজ ডেস্টিনেশনের সবকটির জন্য গুজরাট মেরিটাইম বোর্ডের অধীনে ডেস্টিনেশন টাস্ক ফোর্স গঠন করা হয়েছে।
- ক্রুজ জলযানগুলির জন্য কিউআরভিত্তিক অভিবাসন ব্যবস্থার প্রবর্তন করা হয়েছে।
- কাস্টমসে দ্রুত ছাড়পত্র পাওয়ার জন্য ক্রুজ জলযানগুলির সুবিধার্থে ডিজিটাল কাস্টমস প্রক্রিয়া এবং একটি স্ব-ঘোষণা ব্যবস্থার সূচনা করা হয়েছে।
- বিদেশি পর্যটক দলগুলির প্রবেশের সুবিধার্থে একটি ই-গ্রুপ ট্র্যাভেল ভিসার প্রবর্তন করা হয়েছে।
- বিদেশী ক্রুজ জলযানের জন্য ক্যাবোটেজ মকুব করা হয়েছে।

সাহস, সহমর্মিতা এবং অটুট প্রত্যয়ের কাহিনি

সমাজ সংস্কারক রানি রাসমণি শুধু ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানিকে চ্যালেঞ্জ জানিয়েছিলেন এবং ব্রিটিশের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছিলেন তাই নয়, তিনি জনকল্যাণেও তাঁর জীবন উৎসর্গ করেছিলেন। সাহস, সহমর্মিতা এবং দৃঢ় প্রত্যয়ের এক প্রতিমূর্তি হিসেবে তিনি বহুবিবাহ রোধ আইন প্রণয়নের জন্য আন্তরিকভাবে কাজ করেছিলেন এবং বিধবা বিবাহের পক্ষে সওয়াল করেছিলেন। দক্ষিণেশ্বর কালী মন্দির নির্মাণের দ্বারা তিনি যেমন তাঁর আধ্যাত্মিক ভক্তি প্রদর্শন করেছিলেন, তেমনই তিনি দরিদ্রদের উন্নতির জন্য সারাজীবন কাজ করেছিলেন।

জন্ম: ২৮ সেপ্টেম্বর, ১৭৯৩ | মৃত্যু: ১৯ ফেব্রুয়ারি, ১৮৬১

সালটা ছিল ১৮৫০, এমনই এক সময় যখন ভারতের উপর ব্রিটিশ শাসন দৃঢ়ভাবে চেপে বসেছিল। এরই মধ্যে, একজন মহিলা সময়ে সময়ে নিজ অধিকার রক্ষার্থে ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষকে চ্যালেঞ্জ জানিয়েছিলেন। এই মহিলা আর কেউ নন, তিনি হলেন রানি রাসমণি, যিনি শুধুমাত্র গুরুত্বপূর্ণ আন্দোলনে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন তাই নয়, সামাজিক কুসংস্কারের বিরুদ্ধেও প্রতিনিয়ত সোচ্চার ছিলেন।

১৭৯৩ সালের ২৮ সেপ্টেম্বর, নদিয়া ও উত্তর ২৪ পরগনার সীমান্তে অবস্থিত 'কোনা' গ্রামে এক মাহিষ্য কৃষক পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন রানি রাসমণি। প্রথম জীবনে অসংখ্য প্রতিকূলতার সম্মুখীন হতে হয়েছিল। মাত্র সাত বছর বয়সে তিনি তাঁর মাকে হারান, যে দুঃখজনক ঘটনা উল্লেখযোগ্য সমস্যা নিয়ে আসে। এগারো বছর বয়সে তাঁর বিবাহ হয় কলকাতার জানবাজার এলাকার এক সম্পন্ন জমিদার বাবু রাজচন্দ্র দাসের সঙ্গে। ১৮৩৬ সালে স্বামীর মৃত্যুর পরে, রাসমণি জমিদারি এবং আর্থিক বিষয়াদির দায়িত্ব গ্রহণ করেন; ব্যতিক্রমী পরিচালনা দক্ষতা এবং সমাজসেবায় নিষ্ঠার মাধ্যমে তিনি মানুষের শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা অর্জন করেন।

সমাজসেবা এবং সমাজের প্রতি অবদানের জন্য বিখ্যাত, রানি রাসমণি ১৮৪৭ থেকে ১৮৫৫-র মধ্যে বিখ্যাত দক্ষিণেশ্বর কালী মন্দির নির্মাণের সূচনা করেন; তিনি কেনেন ৩০,০০০ একর জমি এবং এই প্রকল্পে নয় লক্ষ টাকা বিনিয়োগ করেছিলেন আট বছর ধরে। তিনি তীর্থযাত্রীদের জন্য গঙ্গার তীরে ঘাট নির্মাণ এবং রাস্তা তৈরি করতে অর্থ দিয়েছিলেন। ভারতের জাতীয় গ্রন্থাগার এবং হিন্দু কলেজ (বর্তমানে প্রেসিডেন্সি বিশ্ববিদ্যালয়)-এর মতো প্রতিষ্ঠানকেও অর্থ দান করেছিলেন।

তার চেয়েও বেশি, সেটা হল একাধিক ঘটনায় ব্রিটিশ আধিকারিকদের বিরুদ্ধে দৃঢ়তার সঙ্গে দাঁড়ানোর সাহসের জন্য রানি রাসমণি পরিচিত ছিলেন। গঙ্গায় মাছ ধরার উপর কর বসানোর সিদ্ধান্তকে চ্যালেঞ্জ জানিয়েছিলেন তিনি এবং বিরোধিতা করেছিলেন ধর্মীয় মিছিলের উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপের, যার মাধ্যমে সফলভাবে স্থানীয় মানুষের জীবন জীবিকা এবং প্রথাকে সুরক্ষা দিয়েছিলেন। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের পাশাপাশি কাজ করে তিনি একাধিক সংস্কারে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন যেমন বহুবিবাহ রোধে আইন, এবং ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির কাছে এই প্রথার বিরুদ্ধে একটি খসড়া বিল পেশ করেছিলেন। তিনি প্রয়াত হন ১৮৬১ সালের ১৯ ফেব্রুয়ারি। তাঁর জন্মবার্ষিকীতে শ্রদ্ধা জানিয়ে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী বলেন, "রানি রাসমণি ছিলেন সাহস, সহমর্মিতা এবং নিষ্ঠার এক মহান প্রতিমূর্তি। এক দূরদর্শী নেত্রী এবং জনহিতৈষী রূপে তাঁকে সকলে মনে রাখবে। তিনি স্থায়ী প্রতিষ্ঠান গড়েছিলেন। আধ্যাত্মিকতার পাশাপাশি দরিদ্র মানুষের উন্নয়নে তাঁর ছিল এক অদম্য নিষ্ঠা।"

PMO India @PMOIndia

खेल हमें केवल champion बनना नहीं सिखाता… बल्कि खेल हमें एक बेहतर competitor बनना भी सिखाता है।

उठना, गिरना… गिरकर फिर से उठना… Sports, ये ज़ज्बा हमारे भीतर लाता है: PM @narendramodi

Rajnath Singh @rajnathsingh

ITI को केवल ट्रेनिंग सेंटर नहीं, India के Industrial Transformation की फाउंडेशन बनाना है। PM-SETU के तहत इंडस्ट्री की जरूरतों के अनुरूप Curriculum, Equipment और Apprenticeship को मजबूत कर युवाओं को रोजगार-रेडी बनाना होगा। आत्मनिर्भर डिफेन्स इंडस्ट्री के लिए आत्मनिर्भर Talent Pipeline जरूरी है।

Amit Shah @AmitShah

नेपाल में आई बाढ़ की विभीषिका अत्यंत दु:खद है। जिन परिवारों ने इस आपदा में अपने प्रियजनों को खोया है, मेरी संवेदनाएँ उनके साथ हैं। संकट की इस घड़ी में भारत सरकार नेपाल के साथ खड़ी है।

नेपाल में आई इस आपदा के संबंध में बिहार व उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्रियों से बात की। इसका प्रभाव जिन सीमावर्ती क्षेत्रों पर पड़ सकता है, वहाँ के स्थानीय प्रशासन और राहत-बचाव की टीमों के साथ NDRF को भी हाई अलर्ट पर रखा गया है।

Nitin Gadkari @nitin_gadkari

From taking banking to every doorstep to empowering millions with access to formal finance, Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana has transformed India's financial inclusion landscape. In 12 years, 59 crore accounts, with 56% held by women, have become gateways to savings, insurance, credit and Direct Benefit Transfers. This remarkable transformation reflects the visionary leadership of Hon'ble PM Shri @narendramodi Ji and his unwavering commitment to inclusive growth and a Viksit Bharat.

Manohar Lal @mlkhattar ·

UPI has transformed how India transacts, bringing speed, simplicity, and inclusion to everyday payments.

From street vendors to small businesses, it has expanded access to the formal economy, strengthened transparency, and positioned India as a global leader in digital payments.

Kiren Rijiju @KirenRijiju

कभी लगती थी लंबी कतार… अब बस एक QR!
#UPI और डिजिटल पेमेंट ने भुगतान को बनाया आसान, तेज़ और सुविधाजनक।
शॉपिंग से रोज़मर्रा के भुगतानों तक, डिजिटल इंडिया ने बदली Ease of Life की कहानी!

#DigitalIndia #10YearsOfUPI
#EaseOfLiving #NewIndia

At SCO, PM slams states using terror as instrument of policy

Rezaul H Laskar
letters@hindustantimes.com

Prime Minister Narendra Modi, Iranian President Masoud Pezeshkian, Kazakh President Kassym-Jomart Tokayev, Chinese President Xi Jinping, Kyrgyz President Sadyr Japarov, Russian President Vladimir Putin, and Pakistani Prime Minister Shehbaz Sharif at the SCO summit in Bishkek. ANI

NEW DELHI: The West Asia conflict must be resolved through dialogue and diplomacy, and not on the battlefield, Prime Minister Narendra Modi said on Tuesday, even as he urged Shanghai Cooperation Organisation (SCO) states to shun "double standards" while unitedly countering the challenge of terrorism.

Modi made the remarks while addressing the 26th SCO Summit in the Kyrgyz capital of Bishkek. The comments were made before a gathering that included Pakistan Prime Minister Shehbaz Sharif and President Xi Jinping of China, which has often stymied India's efforts to sanction Pakistani terrorists at bodies such as the UN Security Council.

He also spoke of India's vision for the SCO based on security, connectivity and opportunity and said the grouping, which has completed 25 years, should now focus on translating cooperation into tangible outcomes that benefit the people of the grouping's 10-member countries.

"The crisis in West Asia has demonstrated that a conflict in one region does not remain confined to that region. Its impact is felt across the world, affecting energy security, maritime trade, and supply chains," Modi said, speaking in Hindi. "The countries of the Global South bear the greatest brunt of such disruptions. Therefore, India has consistently called for all tensions and conflicts to be resolved not on the battlefield, but through dialogue and diplomacy."

While speaking on the issue of security, Modi said terrorism remains a serious challenge to humanity. "In the fight against terrorism, we cannot remain confined to an action-reaction approach," he said.

"We must dismantle the entire ecosystem of terrorist financing, recruitment, radicalisation and safe havens. We must speak with one voice and make it clear that there can be no place for double standards on this serious issue," Modi said.

Though Modi didn't name any countries, his remarks on terrorism appeared to be directed against Pakistan. "We must send a strong message to countries that use terrorism as an instrument of policy and provide safe haven and support to terrorists that terrorism can never be a strategic asset for anyone," he said.

The SCO's shared aspiration for a secure Eurasia is closely linked to peace and stability in Afghanistan, Modi pointed out. "India has been contributing to the development and provision of humanitarian assistance to the people of Afghanistan and will continue to do so," he said.

The Bishkek Declaration adopted at the close of the summit expressed deep concern at developments in the Middle East and reiterated the SCO's condemnation of military strikes on Iran, which resulted in numerous civilian casualties and significant damage to the economy. SCO member states expressed their condolences to Iran on the death of Supreme Leader Seyyed Ali Khamenei.

The declaration, while supporting the sovereignty and territorial integrity of Iran, backed the resolution to the conflict "solely through political and diplomatic means" and welcomed all efforts aimed at de-escalation.

"Member States note that the only possible way to ensure peace and stability in the Middle East is a comprehensive and just settlement of the Palestinian question," the declaration said.

The declaration emphasised the "inadmissibility of attempts to exploit terrorist, separatist and extremist groups for selfish purposes" and strongly condemned all forms of terrorism. It further emphasised that "double standards" in the fight against terrorism are unacceptable, and urged the world community to "combat terrorism, including the cross-border movement of terrorists".

The SCO Summit took stock of progress on the 25th anniversary of the grouping and discussed ways to further its role for peace, security, stability and prosperity in the region. Modi said the anniversary is an opportune time to lay the roadmap for the next 25 years.

Strong and trusted connectivity initiatives are important for SCO's shared progress and prosperity, Modi said. However, he reiterated that such efforts should respect the sovereignty and territorial integrity of nations.

Must move from endless war to end of war, Modi tells Putin

On SCO sidelines, PM says India to support all efforts towards peace

UJWAL JALALI
TRIBUNE NEWS SERVICE

PM Narendra Modi and Russian President Vladimir Putin share the same car as they head towards the World Nomad Games venue in Bishkek. ANI

PUSHING PEACE EFFORTS: MODI TO IRAN PREZ

- PM Modi conveyed to Iranian President Masoud Pezeshkian that India supported all efforts towards ending the conflict
- Modi met Pezeshkian on the sidelines of the SCO summit for their first bilateral since the outbreak of Iran-US conflict in Feb
- The PM also told Pezeshkian that New Delhi wants to 'expand and diversify' the trade basket with Tehran in the 'times to come'

NEW DELHI, AUGUST 31
Prime Minister Narendra Modi on Monday called for a shift from "endless war" to "end of the war", saying every day spent in conflict "sets humanity back", as he held talks with Russian President Vladimir Putin in Bishkek and pressed for peaceful resolution of the Ukraine conflict.

"We must move from endless war towards an end to the war—a direction essential for the well-being of humanity. A peaceful resolution to all issues as soon as possible—this is the call of humanity and India's message," Modi told Putin during their meeting on the sidelines of the 26th Shanghai Cooperation Organisation (SCO) summit.

Modi said every step taken towards peace filled all of humanity with new hope and enthusiasm, and that India would continue to support all efforts towards peace. The PM's latest message echoed his famous remark to Putin during their meeting in Samarkand in September 2022 when he said that "today's era was not an era of war". The two leaders also discussed the conflicts in Ukraine, West Asia and the Black Sea region, with the latter two having implications for maritime trade and the safety and security of Indian seafarers. Modi reiterated that dialogue and diplomacy remained the way forward in resolving conflicts. The meeting was their first this year and came days after the 27th India-Russia Inter-Governmental Commission on Trade, Economic and Cultural matters met in Moscow on August 24. The two leaders reviewed progress in bilateral cooperation spanning political, economic, defence, energy, space, mobility and people-to-people ties.

They welcomed the outcome of the latest Inter-Governmental Commission meeting and agreed to remain engaged to further strengthen the "Special and Privileged Strategic Partnership", which the MEA said continued to show resilience despite geopolitical uncertainties.

Modi also highlighted the economic momentum in the relationship, recalling Putin's visit to India last year and discussions with Russian business representatives aimed at taking bilateral economic ties to new heights. "Prioritising national interest has always been our guiding principle, and it will remain our core mantra going forward," Modi said.

The Prime Minister invited Putin to India for the 18th BRICS Summit on September 12-13, saying Indians were

CONTINUED ON PAGE 10

PM MODI LAUDS JAN DHAN AS ACCOUNTS HIT 590 MN MARK

Rajeev Jayaswal
rajeev.jayaswal@htlive.com

NEW DELHI: Prime Minister Narendra Modi on Friday lauded the Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana (PMJDY) for its "unprecedented scale and transformative outcomes" achieving 590 million bank accounts in the last 12 years with deposits of ₹3.16 lakh crore.

"Jan Dhan Yojana has had an unparalleled impact," he said in a post on X, pointing at rapid financial inclusion because of the scheme. According to the latest government data, about 78% of Jan Dhan accounts are in rural and semi urban areas, and 56% of the account holders are women. PMJDY was launched on August 28, 2014.

Highlighting growing participation in formal banking, Union finance minister Nirmala Sitharaman said PMJDY has brought transformation from "banking the few to banking for all". PMJDY has brought banking closer to the people, opening doors to opportunity, security and economic empowerment, she said.

Growing deposits in Jan Dhan accounts reflect more than increasing balances. They point to greater engagement with formal banking, stronger saving habits and growing financial participation among beneficiaries across the country, the finance ministry said.

PMJDY ensures that every unbanked adult has access to a basic bank account with zero balance requirements and no maintenance charges. Each account comes with a free RuPay debit card, offering an accident insurance cover of ₹2 lakh, encouraging digital transactions and financial security.

India, Uzbekistan upgrade ties, agree on uranium deal

Uzbekistan is at the heart of India's engagement in Central Asia, says PM as the two nations elevate relations to comprehensive strategic partnership and set a $5 billion annual trade target by 2030

Press Trust of India
TASHKENT

Hand in hand: Prime Minister Narendra Modi with Uzbekistan President Shavkat Mirziyoyev in Tashkent on Sunday. ANI

India and Uzbekistan on Sunday decided to elevate their ties to a comprehensive strategic partnership and set a target of $5 billion in annual trade by 2030 following talks between Prime Minister Narendra Modi and Uzbek President Shavkat Mirziyoyev.

The two sides inked 11 agreements for boosting engagement in several key sectors, including mining and tourism, and agreed to establish a framework for infrastructure, critical minerals, mining, defence and security, agriculture, phar- delighted that, on this special occasion, we are elevating our ties to the level their existing joint commission from the level of secretaries to that of ministerial level.

Mr. Mirziyoyev said Uzbekistan was determined to boost ties with India in diverse sectors. "We are aiming to advance cooperation in sectors such as energy, culture, critical minerals, pharmaceuticals, jewellery, and agriculture," the Uzbek President said. The current volume of bilateral trade between the two nations is over $1 billion.

"Uzbekistan is at the heart of Central Asia and is

Schoolchildren tie *rakhi* on PM Modi on Raksha Bandhan

Prime Minister Narendra Modi on Friday greeted people on Raksha Bandhan and expressed hope that the auspicious festival brings happiness, prosperity, and success to everyone's lives. Continuing the annual tradition, schoolgirls visited the Prime Minister's official residence at 7, Lok Kalyan Marg, where they tied *rakhis* on his wrist. Mr. Modi shared photos and a video on Instagram showing the children tying *rakhis*. In

In message to Iran's President, Modi flags dialogue, freedom of navigation & trade

By strengthening bilateral cooperation and neutralising effects of sanctions, we can further elevate ties, says Pezeshkian

Shubhajit Roy
New Delhi, August 31

MEETING IRANIAN President Masoud Pezeshkian for the first time since the war in West Asia began in February, Prime Minister Narendra Modi on Monday expressed "concern at the escalation of tensions" in the region and reiterated that all issues must be resolved through "dialogue and diplomacy".

The two leaders met in Bish- land. In response, Iran attacked US bases in Jordan.

In a statement, the Iranian foreign ministry said Pezeshkian asked Modi to "use India's extensive contacts with various parties to help them move away from the path of war and bloodshed and return to the path of dialogue and agreement". He cited India's "important position and capacities" in the region and the world, as well as the deep historical and cul-

বিশ্ব বাঁশ দিবস - ১৮ সেপ্টেম্বর ২০২৬

বাঁশের মাধ্যমে ভারতের সবুজ অর্থনীতির সশক্তিকরণ

যা একসময় বোঝা হিসেবে বিবেচিত হতো, আজ তা কর্মসংস্থান, ব্যবসা এবং উদ্ভাবনে নতুন গতি সঞ্চার করছে। সেই ক্ষেত্রটি বাঁশ ছাড়া আর কিছু নয়, যেখানে ভারত সাফল্যের নতুন শিখরে আরোহণ করছে। ঔপনিবেশিক আমলের আইনে, বাঁশকে গাছ হিসেবে গণ্য করা হতো এবং সংশ্লিষ্ট বিধিগুলি ছিল অত্যন্ত কঠোর। ফলে, মানুষ বাঁশ-সম্পর্কিত উদ্যোগ থেকে দূরে থাকত; তবে, কেন্দ্রীয় সরকার বাঁশের নতুন সংজ্ঞা দেওয়ার পর দেশজুড়ে এক বিরাট পরিবর্তন এসেছে...

- নবগঠিত ন্যাশনাল ব্যাম্বু মিশন ২৪টি রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে বাঁশের চাষ, প্রক্রিয়াকরণ এবং বিপণনের প্রসার ঘটাচ্ছে।
- এই মিশনে সহায়তা করা হয় কৃষক এবং এমএসএমই-কে আর্থিক সাহায্য, এফপিও (ফার্মার প্রোডিউসার অর্গানাইজেশন) গঠন এবং দক্ষতা উন্নয়নের মাধ্যমে।
- ভারতে ১৩.৯৬ মিলিয়ন হেক্টর জুড়ে বাঁশের চাষ হয়। ১৩৬টি প্রজাতি (১২৫টি দেশীয় এবং ১১টি বিশেষ শ্রেণী) নিয়ে বাঁশের বৈচিত্র্যের পরিপ্রেক্ষিতে চীনের পরেই দ্বিতীয় স্থানে।

“

২০১৭ সালে, আইন সংশোধনের মাধ্যমে আমরা বাঁশকে বৃক্ষের তালিকা থেকে বাদ দিয়েছি এবং তার ফলাফল সকলের কাছেই স্পষ্ট। আজ সমগ্র উত্তর-পূর্বাঞ্চল জুড়ে বাঁশ ক্ষেত্র সমৃদ্ধি লাভ করছে। মানুষ প্রতিনিয়ত নানা উদ্ভাবনের মাধ্যমে এর মান বাড়াচ্ছে।

নরেন্দ্র মোদী,
প্রধানমন্ত্রী

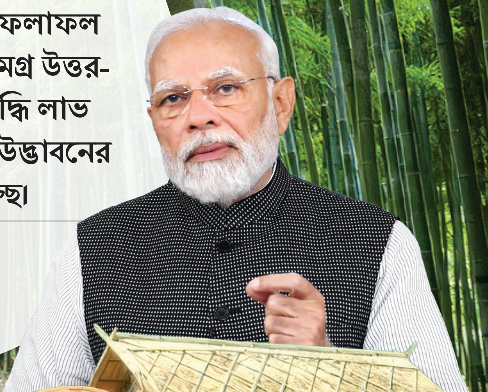

নিউ ইন্ডিয়া
সমাচার
পাক্ষিক

RNI NO.: DELENG/2020/78811 SEPTEMBER 16-30, 2026
RNI Registered No DELENG/2020/78811 (Publishing Date: September 07, 2026 Pages: 44)

EDITOR IN CHIEF
Dhirendra Ojha
Principal Director General
Press Information Bureau, New Delhi

PUBLISHER:
Kanchan Prasad
Director General, on behalf of
Central Bureau Of Communication

PUBLISHED FROM:
Room No–278, Central Bureau Of Communication, 2nd Floor, Soochna Bhawan, New Delhi -110003